পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 346 Saturday, 21 November, 2026 * ৩১ বর্ষ, ৩৪৬ সংখ্যা * ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩, শনিবার, ২১ নভেম্বর ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

সাইবার জালিয়াতির পর ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ? এখন দাবি করা আরও সহজ!
উপস্থাপন
মানি রিস্টোরেশন মডিউল (এমআরএম)
https://mrm-ncrp.mha.gov.in
এমআরএম পোর্টালের মাধ্যমে অনুরোধ জমা দিন। ভুক্তভোগী, ব্যাংক ও পুলিশের জন্য একটি একক প্ল্যাটফর্ম।
ভারত সরকার গৃহ মন্ত্রালয়
Indian Cyber Crime Coordination Centre
থামুন। চিন্তা করুন। পদক্ষেপ নিন।
এখানে অভিযোগ করুন
www.cybercrime.gov.in অথবা 1930-এ কল করুন
cyberDost কে ফলো করুন
CBC 19149/13/0008/2627

‘আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, এটা খুবই বেদনাদায়ক’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ আদালত শোকজ করলেও বিচারপতিদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করে চলেছেন। বিচারপতিদের নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একের পর এক মন্তব্য নিয়ে ফের উষ্মা প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার ডিজে মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচ বাড়ালেও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে তিরস্কার করলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। অভিষেকের আইনজীবীকে বিচারপতি বলেন, ‘‘আপনার মক্কেল অকারণে সমস্যা তৈরি



করছেন। আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্য বেদনাদায়ক।’’ বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে অভিষেকের বিরুদ্ধে ডিজে মামলার এদিন শুনানি ছিল। সেখানেই আদালতের উষ্মার মুখে পড়েন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। এদিন অভিষেকের রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে জোর সওয়াল করে রাজ্য। রাজ্যের তরফে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার বলেন, সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থাকে নিশানা করছেন। গতকাল যখন একজনের রক্ষাকবজ দিতে চায়নি আদালত, তারপরই টুইট করছে বিচারব্যবস্থা নিয়ে। রাজ্যের সওয়ালের সময় অভিষেকের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘কেন এমন হচ্ছে? এমন মন্তব্য করলে আদালতে স্বতঃপ্রণোদিত

● এরপর ৬ পাতায়...

লেকটাউনে চলন্ত গাড়ির উপরে ভেঙে পড়ল গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ ‘আকভান’-এর কারণে শুক্রবার দিনভর বৃষ্টি কলকাতায়। বৃষ্টির মাঝেই লেকটাউন বি ব্লক এলাকায় রাস্তার উপরে ভেঙে পড়ল গাছ। দু’টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি গাড়ির চালক আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরেই আশেপাশের এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে লেকটাউন থানার পুলিশ। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি ও ভেঙে পড়া গাছটি



সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। লেকটাউন বি ব্লকের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময়ে একটি প্রাইভেট গাড়ির উপরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে গাছটি। গাড়ির চালক ভিতরে আটকে পড়েন। স্থানীয় কয়েকজন ছুটে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। আহত গাড়ির চালককে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলের পাশেই একটি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল। গাছ পড়ে সেই গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ছুটে আসে লেকটাউন থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদেরও। দমকল ও পুরসভার কর্মীদের তৎপরতায় গাছ সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু হয়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘‘একটি চলন্ত গাড়ি ও একটি দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির

● এরপর ৬ পাতায়...

শৃঙ্খলা ভাঙছেন বিজেপিরই একাংশ!

বনসালের ধমক, ‘নির্দেশ অমান্যে কড়া শাস্তি’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ বামপন্থীদের মতো ডানপন্থী রাজনৈতিক দলেও নিয়মশৃঙ্খলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেদিক থেকে বিজেপিও শৃঙ্খলাবদ্ধ দল এবং তা ভাঙলে দলের সংবিধান অনুযায়ী কড়া শাস্তির বিধানও রয়েছে। এ রাজ্যের সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলরা বারবার সেই শৃঙ্খলার পাঠ পড়িয়েছেন দলের সর্বস্তরের



নেতাদের। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপির একাংশ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে বারবার শৃঙ্খলাভঙ্গের নালিশ জমা পড়ছে। শুক্রবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে দলের বৈঠকে তা নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন সুনীল বনসল। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, ‘‘নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করলে পরতে হবে কড়া শাস্তির মুখে। এমন কোনও আচার-আচরণ করবেন না, যাতে দল ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।’’ ৪ মে অর্থাৎ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতাদখলের পর থেকে তৃণমূলের নিচুস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দলবদলে হিড়িক দেখা গিয়েছিল। তবে এ বিষয় সবার আগে কড়া পদক্ষেপের কথা বলেছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, তৃণমূল থেকে ‘বেনোজল’ ঢুকতে দেওয়া যাবে না। তারপরও অবশ্য এই প্রবাহ থেমে থাকেনি। দেখা গিয়েছে, কোথাও কোথাও বিজেপির একদল নেতার মদতে তৃণমূল থেকে কর্মী-সদস্যরা যোগদান করেছেন। সম্প্রতি জেলায় জেলায় এনিয়ে বিজেপির অন্দরের কোন্দলও প্রকাশ্যে এসেছে। শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে স্পষ্ট যে তাঁরা বেনোজল রুখতে যতই কঠোর হোন, নিচুস্তরের সদস্যদের হাত ধরেই সেই নির্দেশ অমান্য হচ্ছে। এরপরই দলে নিয়মশৃঙ্খলা ফেরাতে একেবারে কঠোরতর বার্তা দিলেন সুনীল বনসল, শমীক ভট্টাচার্যরা। সূত্রের খবর, শুক্রবারের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বঙ্গ বিজেপির কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘সংগঠনকে এড়িয়ে কিছু করা চলবে না। সংগঠনের বৈঠকে অনেক জায়গায় লক্ষ্য করা গিয়েছে, কোনও কোনও বিধায়করা তাঁদের প্রতিনিধি

● এরপর ৬ পাতায়...

থানায় হাজিরা অভিষেকের, বাইরে বিজেপি-কালীঘাট তৃণমূল সংঘাত

মারধর-হেনস্থার অভিযোগে সরব কুণাল



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ পুলিশকে হুমকি দেওয়ার পুরনো একটি মামলার প্রেক্ষিতে শুক্রবার গিরিশ পার্ক থানায় হাজিরা দেন মমতা তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর এই হাজিরাকে কেন্দ্র করেই এ দিন কার্যত উত্তপ্ত হয় থানা চত্বর। আগে থেকেই ওখানে ছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের নেতারা। আর অভিষেক থানায় ঢোকার পরপরই সেখানে পৌঁছে যান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তারপরই দুই দলের সমর্থকদের মুখোমুখি অবস্থান এবং স্লোগান-পালটা স্লোগানে মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের তাড়া করা এবং মারধর করার গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন কুণাল ঘোষ। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন কুণাল। তাঁর অভিযোগ, গিরিশ পার্ক থানা চত্বরে কালীঘাট তৃণমূলের নেতাদের তাড়া এবং মারধর করেছে বিজেপি। এমনকি দলের মহিলা কর্মীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি বলে দাবি করেছেন তিনি। সমাজমাধ্যমের পোস্টে কুণাল লেখেন, ‘মহিলা কর্মীদের তাড়া করল বিজেপি এবং চারদিকে মার মার রব উঠল। অথচ পুলিশ গোটা ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দেখল এবং এই বিশৃঙ্খলা হতে দিল।’ পুলিশ

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আকভান’ মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক, জেলা বিশেষে রিপোর্ট তলব

চাষিদের জন্য হেল্পলাইন, নজরে কলকাতাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর সম্ভাব্য প্রভাব এবং তার জেরে রাজ্যের বর্তমান বৃষ্টি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্যোগের মোকাবিলায়গোটা রাজ্য প্রশাসনকে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠক থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক (ডিএম) এবং পুলিশ সুপারদের (এসপি) সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন জেলায় বৃষ্টির পরিস্থিতি ঠিক কেমন এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনিক প্রস্তুতি কতদূর এগিয়েছে, জেলাভিত্তিকভাবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। টানা বৃষ্টির জেরে



জেলায় জেলায় ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানানোর জন্য কৃষকদের জন্য চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন নম্বরও। যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা স্তরে পুলিশ ও প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি, সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে কলকাতার নাগরিক পরিষেবার দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। টানা বৃষ্টির জেরে কলকাতা শহরে যাতে জল জমে জনজীবন বিপর্যস্ত না হয় এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক থাকে, তা নিশ্চিত করতে কলকাতা পুরসভার কমিশনারকে বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি, জেলায় জেলায় চাষের জমি এবং ফসলের ঠিক কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, ভিডিও কনফারেন্সে জেলাশাসকদের কাছ থেকে সে বিষয়েও বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, ঘূর্ণিঝড় ‘আকভান’-এর প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় টানা ভারী বৃষ্টিতে ব্যাপক শস্যহানির ঘটনায় রীতিমতো উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার। ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে ইতিমধ্যেই সমস্ত জেলাশাসকের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। দুর্যোগে বিপাকে পড়া চাষিদের পাশে দাঁড়াতে রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কাছ থেকে দ্রুত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর চালু

● এরপর ৬ পাতায়...

আরজি করে প্রমাণ নষ্ট নিয়ে সিবিআই-এর রিপোর্ট সন্তোষজনক নয়, বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ আরজি কর কাণ্ডে শুধু ধর্ষণ ও খুনের তদন্ত নয়, ঘটনার পর প্রমাণ নষ্টের অভিযোগ নিয়েও সিবিআইয়ের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে চায় কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার মামলার শুনানিতে ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট রাতে আরজি কর হাসপাতালে ভাঙচুর ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কী পদক্ষেপ করেছে, তার বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এই সংক্রান্ত সিবিআইয়ের আগের রিপোর্টে সন্তুষ্ট নয় আদালত। তাই আরও বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি শম্পা সরকারের পর্যবেক্ষণ, নির্যাতিতার মা-বাবার বক্তব্য শোনাই আদালতের একমাত্র কাজ নয়। ঘটনার পর প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। ১৪ আগস্টের ঘটনায় সিবিআই কী কী পদক্ষেপ করেছে, তদন্তে কী উঠে এসেছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছে আদালত।



তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া রিপোর্টে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্যের অভাব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ ডিসেম্বর। আদালতের নির্দেশ, ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট থেকে ঘটনা থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে প্রমাণ লোপাট-সহ যে সব অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে, সেগুলিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার খতিয়ে দেখতে হবে। এর আগে ১ আরজি কর কাণ্ডকে ঘিরে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ সিবিআইকে নিজেদের তদন্তের আওতায় আনতে হবে। অর্থাৎ, মূল ধর্ষণ ও খুনের

● এরপর ৬ পাতায়...

তৈরি হবে স্ট্রিট ফুড হাব, হকারদেরও পুনর্বাসন?

এবার বড় উদ্যোগ অগ্নিমিত্রার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বরঃ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরই হকার উচ্ছেদ নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছিল বিজেপি সরকার। সেই হকারদের নিয়ে এবার চিন্তা-ভাবনা করছে রাজ্য সরকার। দিল্লিতে গিয়েছেন অগ্নিমিত্রা পাল। সেখানে কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। একইসঙ্গে রাজ্য সরকারের ঝুলিতে এসেছে একাধিক পুরস্কার। পুর মন্ত্রী জানিয়েছেন, এই পুরস্কারই বড় প্রমাণ যে বিজেপি সরকার একমাত্র হকারদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করেছে। এরপরই হকারদের জন্য নতুন উদ্যোগের কথা জানান অগ্নিমিত্রা। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের স্বনিধি সম্মান পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। দুর্গাপুর এই সম্মান পেয়েছে রাজ্য সরকার।



স্বনিধি আসলে হকারদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিম। ভালো কাজের জন্য দুর্গাপুর শহর এই বিশেষ সম্মান পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই অগ্নিমিত্রা পাল হকারদের জন্য বড় উদ্যোগের কথা জানান। শুক্রবার কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরের সঙ্গে বৈঠকের পর অগ্নিমিত্রা জানান, কলকাতা থেকে

● এরপর ৬ পাতায়...

ধাপে ধাপে ছন্দে ফিরছে এসআরএফটিআই! ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হস্টেল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ অচলাবস্থা কাটিয়ে ধাপে ধাপে ক্যাম্পাসে স্বাভাবিক পঠনপাঠন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল কলকাতার ‘সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট’। শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত সিনিয়র ব্যাচের পড়ুয়াদের বকেয়া ফিল্ম প্রোডাকশনের কাজ, আউটডোর শুটিং, লোকেশন-ভিত্তিক প্রজেক্ট এবং প্র্যাকটিক্যাল কাজকর্ম ফের শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পঠনপাঠন স্থগিত থাকার পর, ধাপে ধাপে শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বকেয়া প্রোডাকশনের কাজ শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াদের নিজের নিজের বিভাগের সঙ্গে সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। প্রোডাকশনের প্রয়োজনীয় আয়োজন সেরে প্রতিষ্ঠানের



নির্ধারিত নিয়মবিধি মেনে অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র জমা দিতে হবে তাঁদের। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা পঠনপাঠন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সমান্তরালভাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে এসআরএফটিআই কর্তৃপক্ষ। ফিল্ম উইংয়ের ১৭তম ব্যাচ (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯-২০২২) এবং ১৮তম ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ২০২০-২০২৩) পাশাপাশি ইলেকট্রনিক অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া (ইডিএম) বিভাগের ৫ম ব্যাচের (শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২০২৩) পড়ুয়াদের ২০২৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে তাঁদের সমস্ত বকেয়া শিক্ষাগত কাজকর্ম (অ্যাকাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস) সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ব্যাচগুলির কোর্স যথাক্রমে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। ফলে ফিল্ম উইংয়ের ১৭তম ব্যাচের ক্ষেত্রে প্রায় চার বছর এবং ১৮তম ব্যাচ ও ইডিএম-এর ৫ম ব্যাচের ক্ষেত্রে প্রায় তিন বছর কোর্স শেষ হতে দেরি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নথি অনুযায়ী বর্তমানে বকেয়া থাকা পড়ুয়াদের পরিসংখ্যানও তুলে ধরা

● এরপর ৬ পাতায়...

আরও দৃঢ় ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সম্পর্ক, ‘দুর্বল’ হচ্ছে চিন

সংবাদ সংস্থা, টোকিয়ো ও নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বরঃ ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা সম্পর্ক নিঃশব্দে নতুন যুগে পা দিয়েছে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ভারতে এসে ভারত-জাপান প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর জাপানি প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিঞ্জিরো কোইজুমি ভারতে আসেন। সেই সফরে প্রতিরক্ষা চুক্তির প্রাথমিক আলোচনা হয়। আর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এখন জাপানে। ইন্ডিয়া - জাপান টু প্লাস টু টেবিলে যোগ দিতে গিয়েছেন। ইয়োকোসুকা নাভাল বেসে জেএস নাটোরি ঘুরে দেখেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। মোগামি ক্লাশের মাল্টি মিশন স্টেলথ ফ্রি- গেট। মোগামি ক্লাস মানে যা দ্রুত এবং শত্রুর নজর এড়িয়ে চলতে সক্ষম। আর ঠিক এই কারণেই দুনিয়ার অধিকাংশ দেশের নৌ-সেনাই জেএস নাটোরির মতো অত্যাধুনিক ফ্রি-গেটকে সমীহ করে। সব জটিলতা কাটিয়ে ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে মোগামি ক্লাশের যুদ্ধজাহাজ তৈরি করবে জাপানের প্রতিরক্ষা সংস্থা। রাজনাথের সফরে সেই সিদ্ধান্ত হল। চুক্তি সই হবে পরের বছর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাপান সফরের সময়। জাপানি মিডিয়ার দাবি, আমেরিকাকে এড়িয়ে এই প্রথম কোনও দেশের সঙ্গে যৌথ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করবে জাপান। জাপান ভারতকে খুব ভালো একটা অফার দিয়েছে। এই অফারের সঙ্গে দুটো বিষয় জড়িয়ে। এক, দক্ষিণ চিন সাগরে জাপানের অংশে ভারতীয় নৌ-সেনার এন্ট্রি। দুই, সাগরে নজরদারির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বিক্রি। দু-মাসে ভারত সফরে এসেছিলেন জাপানের সেনাপ্রধান। তাকেহিরো মোরিতা তখন দাবি করেন, ভারত-জাপান যৌথভাবে ফাইটার জেট করতেই পারে। বিশেষত ভারত যখন তেজসের মতো যুদ্ধবিমান তৈরি করছে, তখন পঞ্চম প্রজন্মের বিমান তৈরিতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না। এদিনও জাপানি এয়ারফোর্স চিফ সাফ বললেন, ‘‘দু- দেশ



এনিয়ে আলোচনা শুরু করেছে। সব ঠিকঠাক গেলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজ শুরু করতে পারি।’’ চিনকে নিয়ে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকা জাপান যেভাবে পাল্টি খেয়েছেন, তারপর নতুন পার্টনার খোঁজা ছাড়া জাপানের আর উপায়ও বিশেষ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি- জাপানের হারের পর জাপানের প্রতিরক্ষায় ভারতকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত ডোনাল্ড ট্রাম্প গত কয়েক মাসে জাপানকে নিয়ে প্রতিরক্ষা এবং সেনার যাবতীয় বিষয় হাতে তুলে নিয়েছিল আমেরিকা। তখন আমেরিকা শর্ত দিয়েছিল, জাপান পেশাদার সেনাবাহিনী রাখবে না। নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে কোনও বাহিনী রাখবে না। অস্ত্রশস্ত্রের ভাঁড়ার নিয়েও নানা রকম বিধিনিষেধ ছিল। গত গত ৮০ বছর এই নীতিতে কিছু বদল এসেছে। তবে মোটের উপর বিষয়টা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। ওদেশের সেনা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিটা বিষয় আগে মার্কিন প্রশাসন পাশ করে। তারপর জাপানের শাসকদল সিলমোহর দেয়। বহুদিন ধরে জাপানের রাজনৈতিক দলগুলো এর বিরুদ্ধে সরব। সানায়ে তাকাইচি জাপানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেন, অনেক হয়েছে। এবার আমেরিকার হাত ছেড়ে একা হাঁটতে হবে। এদিন জাপানি প্রতিরক্ষামন্ত্রীও ঘুরিয়ে সেটাই বলে দিলেন। চিনের আর পাঁচটা প্রতিবেশী দেশের মতো জাপানও ওদের নিয়ে অস্বস্তিতে। চলতি বছর মার্চে জাপানি বায়ুসেনার বিমানে মহড়ার সময় হঠাৎ করেই বিমানের ফায়ার এলার্ম সিস্টেম লক হয়ে গিয়েছিল। জাপান অভিযোগ করে, মহড়ার সময় তাদের দুটি যুদ্ধবিমানের ফায়ার কন্ট্রোল রেডার লক করেছে পিপলস লিবারেশন আর্মি। ১৯৩৭ থেকে পয়তাল্লিশ- ৯ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর সমঝোতায় এসেছিল জাপান ও চিন। ১৯৪৫-এ যুদ্ধ থামার পর ৭৫ বছরের সমঝোতা করেছিল দুই দেশ। ২০২০-তে সেই সমঝোতার মেয়াদ ফুরিয়েছে। নতুন সমঝোতা হয়নি। এরই মধ্যে একের পর এক ঘটনাকে ঘিরে সংঘাত। দু-দেশই সেনাকে যে কোনও মুহূর্তের জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে জাপান। ভারতও জাপানকে ফেরাতে চায় না। নরেন্দ্র মোদি - রাজনাথ সিং- এস জয়শঙ্কররা বারবার সেটা বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

২২-২৩ নভেম্বর ভারত সফর করবেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ ২২ ও ২৩ নভেম্বর ভারত সফরে আসবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে আয়োজিত হবে এই সফর। চলতি বছরের মার্চ মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তাঁর প্রথম ভারত সফর হতে চলেছে।বিদেশ মন্ত্রকের মতে, এই সফরকালে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষা করবেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। ২৩ নভেম্বর বালেন্দ্র শাহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই বৈঠকে দুই রাষ্ট্রনেতা ভারত-নেপাল সম্পর্কের সমস্ত দিক পর্যালোচনা করার পাশাপাশি পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের আদান-প্রদানের যে ঐতিহ্য রয়েছে, এই সফর তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির অন্তর্গত নেপালের সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি প্রদত্ত গুরুত্বকেও প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি, এই সফর দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও সুদৃঢ় করার এবং পারস্পরিক লাভজনক সহযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে।



প্রতিবছর মতো এবারও জগদ্ধাত্রী পূজো সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগতবর্গ। উপস্থিত ছিলেন স্বামী রামানন্দ জী মহারাজও। তিনি প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সৌজন্য বিনিময় করেন।

গ্রেফতার মন্দিরবাজারের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২০ নভেম্বরঃ জয়নগর থানা এলাকায় গত জুলাই মাসে মন্দিরে চুরির ঘটনায় অভিযোগ জমা পড়েছিল থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মন্দিরবাজার থানা এলাকার এক যুবককে গ্রেফতার করল জয়নগর থানার পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর থানা এলাকায় গত জুলাই মাসে মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছিলো।এই চুরির কিনারা করতে জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে তদন্ত শুরু করেন এসআই শান্তনু ব্যাধ, এসআই সত্যজি সাহা এবং এএসআই উৎপল ঘোষ সহ পুলিশের একটি বিশেষ দল। তদন্তে নেমে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে জয়নগর থানার নলিকাটা মো। এলাকা থেকে এক যুবককে আটক করে পুলিশ। পরে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতের বাড়ি মঃদরবাজার থানা এলাকায়। শুক্রবার ধৃত যুবককে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।তদন্তের স্বার্থে ধৃতকে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক লক্ষ্য, ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করা এবং এই চুরির ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা। এই চুরির পিছনে কোনও বড় চক্র কাজ করছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখছে জয়নগর থানার পুলিশ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কায়রোতে স্টার্টআপ ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার সাফল্যের চিত্র তুলে ধরলেন পীযূষ

কায়রো, ২০নভেম্বর ঃ মিশর সফরে থাকা ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সোমবার কায়রোতে মিশরের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ আহমেদ রোস্তমের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, বিনিয়োগ এবং উদ্ভাবন ক্ষেত্রে যৌথ অংশীদারিত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এছাড়াও, এদিন কায়রোতে আয়োজিত ' স্টার্টআপ ফোরাম'-এ যোগ দিয়ে ভারতের স্টার্টআপ ও ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার অভাবনীয় সাফল্যের চিত্র তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।ইন্ডিয়া-মিশর স্টার্টআপ ফোরামে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ইন্ডিয়া-মিশর স্টার্টআপ ফোরামে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারা অত্যন্ত আনন্দের এবং গর্বের। পৃথিবীর দুটি প্রাচীনতম সভ্যতা এখন ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে একত্রিত হয়েছে। আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরের পুরনো, কিন্তু সেই গল্প এখনও অসম্পূর্ণ তা এখনও লেখা বাকি রয়েছে। আমরা যখন একে অপরের সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করি এবং একটি দল হিসেবে একযোগে কাজ করি, তখন আমরা একে অপরের শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলি। আমি মনে



করি, দুই দেশের মধ্যে আজকের এই ফোরাম কেবল মিশর এবং ভারতের স্টার্টআপগুলির জন্যই একটি দারুণ সুযোগ নয়, বরং তরুণ ভারত এবং তরুণ মিশর যখন উভয় দেশের দো'শো কোটিরও বেশি মানুষের ভাগ্য রচনা করছে, তখন এটি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারে।দুই দেশের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেতুবন্ধনের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ভৌগোলিক দূরত্ব আমাদের পূর্বপুরুষদের থামাতে পারেনি। আমাদের উদ্যোক্তাদেরও তা সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। ব্যবসা করার পদ্ধতি হয়তো বদলেছে, কিন্তু উদ্যমটা একই থাকা উচিত... আজ আমাদের সামনে এই যৌথ উদ্যোগের মানসিকতাকে আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে নিয়ে আসার সুযোগ রয়েছে। ভারতের স্টার্টআপ বিপ্লব ও ডিজিটাল পরিকাঠামোর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে পীযূষ গোয়েল বলেন, ভারত সচেতনভাবে এমন একটি পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছে যেখানে উদ্যোক্তা হওয়া কেবল কয়েকজন মানুষ বা প্রধান মেট্রো শহরগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আজ আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। বর্তমানে ইউপিআই-এর ওপর ভিত্তি করে চলা ফিনটেক ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে ভারতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যক ডিজিটাল লেনদেন সম্পন্ন হয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আমরা দশ বছর আগে ' মেক ইন ইন্ডিয়া' চালু করেছিলাম। এটি উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নকে একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্টার্টআপ নথিভুক্ত রয়েছে। এই স্টার্টআপগুলির অর্ধেকেরও বেশি ব। শহরগুলির বাইরে অর্থা নন-মেট্রো এলাকা থেকে উঠে এসেছে। ৪৮ শতাংশ স্টার্টআপে অন্তত একজন মহিলা ডিরেক্টর, মহিলা প্রতিষ্ঠাতা বা সহ-প্রতিষ্ঠাতা রয়েছেন। এছা।ও গত ১০ বছরে ভারতীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম থেকে ১৩০টিরও বেশি ইউনিকর্ন উঠে এসেছে, যা বর্তমানে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম।

সোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃসোনা ও রুপোর গয়নার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে হলমার্কিং গ্রাহকদের সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। নির্ধারিত মানদণ্ড, ডিজিটাল ট্রেসেবিলিটি এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইয়ের মাধ্যমে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS) এই ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে। ২০২১ সালে বাধ্যতামূলকভাবে সোনার হলমার্কিং চালু হওয়ার পর, এবছর ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ৬৫ কোটিরও বেশি সোনার সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) নম্বর দেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, BIS-নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৪৩,১৫৩ থেকে বেড়ে ২,৩৬,৬২৪ হয়েছে। রুপোর ক্ষেত্রে হলমার্কিং এখনও স্বেচ্ছামূলক হলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে হলমার্কযুক্ত সমস্ত রুপোর সামগ্রীতে -ভিত্তিক চিহ্নিতকরণ বাধ্যতামূলক হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯০ লক্ষেরও বেশি রুপোর সামগ্রীতে-সহ হলমার্কিং করা হয়েছে। অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল যাচাই এবং ধারাবাহিক নজরদারি গ্রাহকদের গয়নার বিবরণ পরীক্ষা করতে সাহায্য করে এবং বাজারে আরও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়গ্রাহকের আস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ভারতীয় পরিবারগুলিতে সোনার বিশেষ স্থান রয়েছে। এটি একদিকে যেমন মূল্যবান সম্পদ, অন্যদিকে তেমনই সঞ্চিত মূল্যের একটি মাধ্যম। পরিবারগুলি প্রায়শই মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব থেকে সুরক্ষিত থাকতে এবং জরুরি প্রয়োজনে গয়না বন্ধক রেখে ঋণ পাওয়ার সুবিধার্থে সোনা কেনে। তবে সোনার গয়নার বিশুদ্ধতা সবসময় সহজে নির্ধারণ করা যায় না।সোনা অত্যন্ত নরম হওয়ায় দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষয় সহ্য করতে পারে না। তাই গয়না তৈরির জন্য এর সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় হলেও, এর ফলে, ভেজাল মেশানো এবং বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে। তাছাড়া, একাধিক সংযোগস্থলযুক্ত জটিল নকশার গয়না কিংবা সোনার প্রলেপ দেওয়া সামগ্রীতে প্রকৃত সোনার পরিমাণ নির্ধারণ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এ ধরনের অনিয়ম থেকে ভোক্তাদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার দেশে সোনার পণ্যের মান নির্ধারণ এবং হলমার্কিং চালুর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।হলমার্কিং কি?হলমার্কিং ভোক্তা-সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী মূল্যবান ধাতুর সামগ্রীর বিশুদ্ধতা প্রত্যতি হয়। এটি ভোক্তাদের সচেতনভাবে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এবং যে বিশুদ্ধতার সোনা তাঁরা পাচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি বিশুদ্ধতার জন্য মূল্য দেওয়ার ঝুঁকি কমায়।হলমার্কিং প্রকল্পঃস্বেচ্ছা ব্যবস্থা থেকে ব্যাপকতর পরিসরে ভারতের সোনার বাজারে নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে স্বেচ্ছামূলক হলমার্কিং প্রকল্প চালু করা হয়। ভারতে হলমার্কিং প্রকল্প পরিচালনার একমাত্র সংস্থা হিসেবে ভারতীয় মানক ব্যুরো (BIS)-কে চিহ্নিত করা হয়। ভোক্তাদের প্রতারণা থেকে সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব -কে দেওয়া হয়। পাশাপাশি, রপ্তানি-প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং ভারতকে সোনার গয়নার একটি অগ্রণী বৈশ্বিক বাজার হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্বও সংস্থাটিকে দেওয়া হয়।রুপোর সামগ্রীর জন্য হলমার্কিং প্রকল্প ২০০৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে ভারতে হলমার্কিং প্রকল্পের আওতায় সোনা ও রুপো-উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।সোনার গযনার ক্ষেত্রে, ২০২১-এর ২৩ জুন থেকে ২৫৬টি জেলায় হলমার্কিং বাধ্যতামূলক করা হয়। অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারগুলির সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে এই আওতা বেড়ে ৩৯২টি জেলায় পৌঁছেছে। IS ১৪১৭ অনুযায়ী হলমার্কিং ব্যবস্থায় সোনার ৭টি ক্যারেটের মান (প্রতি হাজারে বিশুদ্ধতার অংশ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ ৯গ (৩৭৫), ১৪গ (৫৮৫), ১৮গ (৭৫০), ২০গ (৮৩৩), ২২গ (৯১৬), ২৩গ (৯৫৮) এবং ২৪গক্ষ (৯৯৫)।রুপোর হলমার্কিং স্বেচ্ছামূলক থাকলেও, ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে BIS প্রকল্পের আওতায় হলমার্ক করা যেকোনও রুপোর সামগ্রীতে হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন (HUID) কোড থাকা বাধ্যতামূলক হয়েছে। HUID প্রতিটি হলমার্কযুক্ত গয়নায় চিহ্নিত একটি ছয়-সংখ্যার অনন্য আলফানিউমেরিক কোড, যার মাধ্যমে সামগ্রীটির গতিপথ অনুসরণ করা যায়। সংশোধিত ২১১ঃ২০২৫ মান অনুযায়ী, রুপোর গয়না ও শিল্পসামগ্রীতে বিশুদ্ধতার আটটি মানে (প্রতি হাজারে) হলমার্কিং করা যায়৮০০ (৮০০.০), ৮৩৫ (৮৩৫.০), ৯০০ (৯০০.০), ৯২৫ (৯২৫.০), ৯৫৮ (৯৫৮.০), ৯৭০ (৯৭০.০), ৯৯০ (৯৯০.০) এবং ৯৯৯ (৯৯৯.০)।হলমার্কযুক্ত গয়না কিভাবে যাচাই করবেনহলমার্কযুক্ত গয়না বা শিল্পসামগ্রী কেনার সময় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন দেখে নেওয়া উচিতঃসোনার গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রেঃ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্কঃএই চিহ্নে BIS-এর লোগো থাকে।ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃগয়নার বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ২২গ৯১৬।"- HUID (Hallmark Unique Identification) কোড গয়নার জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।রুপোর গয়নাশিল্পসামগ্রীর ক্ষেত্রে' শব্দ-সহ BIS স্ট্যান্ডার্ড মার্ক ন্ড-বিশুদ্ধতাফাইনেনস মার্কঃসামগ্রীর বিশুদ্ধতা নির্দেশ করে যেমন, ৯২৫।কোডঃসামগ্রীর জন্য নির্ধারিত অনন্য ছয়-সংখ্যার যাচাইকরণ নম্বর।এই তিনটি চিহ্ন একত্রে কেনা গয়নার বিষয়ে আরও বেশি নিশ্চয়তা প্রদান করে। কারণ, প্রকৃত সৌন্দর্যের সঙ্গে বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তাও থাকা জরুরি।বাস্তবে হলমার্কিংঃআবেদন থেকে যাচাই পর্যন্তগয়না ব্যবসায়ীর নিবন্ধন, বিশুদ্ধতা নিরূপণ, ডিজিটাল যাচাইকরণ এবং নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধান-এই সমস্ত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে BIS হলমার্কিং-এর জন্য একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া গড়ে তুলেছে।১. নিবন্ধন ও পরীক্ষাকেন্দ্র হলমার্কযুক্ত গয়না বিক্রি করতে ইচ্ছুক গয়না ব্যবসায়ীরা BIS-এ নিবন্ধন করার মাধ্যমে হলমার্কিং প্রক্রিয়া শুরু করেন। গয়না ব্যবসায়ীরা ন্যাশনাল সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম পোর্টালে অনলাইনে আবেদন করতে পারেনঃ থেকে ব্যবহার করা যায়। নিবন্ধন তাৎক্ষণিকভাবে, বিনামূল্যে প্রদান করা হয় এবং এর বৈধতা আজীবন থাকে।এরপর গয়না ব্যবসায়ীদের তাঁদের গয়না BIS-স্বীকৃত অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) জমা দিতে হয়। AHC-গুলি সেই পরীক্ষাকেন্দ্র, যেখানে গয়নার পরীক্ষা করা হয়। পরিকাঠামো, পরীক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং যোগ্য কর্মীদের যাচাইয়ের পর BIS এই কেন্দ্রগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। ডিজিটাল পোর্টালের মাধ্যমে হলমার্কিং-এর আবেদনহলমার্কিং-এর জন্য গয়না জমা দিতে গয়না ব্যবসায়ীদের পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন শুরু করতে এবং AHC-তে গয়না পাঠানোর সুবিধা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়। নিবন্ধিত গয়না ব্যবসায়ীরা পোর্টালে লগ ইন করে হলমার্কিং বিকল্পটি নির্বাচন করতে পারেন এবং আবেদন শুরু করতে পারেন। আবেদন জমা দেওয়ার আগে তাঁরা গয়নার শ্রেণী, পরিমাণ, ওজন, ঘোষিত বিশুদ্ধতা এবং নির্বাচিত AHC-র মতো বিবরণ উল্লেখ করেন।বিকল্পভাবে, পোর্টাল ব্যবহার না করে গয়না জমা দেওয়া ব্যবসায়ীদের পক্ষেও AHC-র কর্মীরা আবেদন শুরু করতে পারেন। এই ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি চালানের নথি তৈরি হয় এবং হলমার্কিং-এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় সামগ্রীর গতিপথ অনুসরণ করা সম্ভব হয়।৩. পরীক্ষা ও HUID তৈরিঃ গয়না অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারে (AHC) পৌঁছানোর পর নির্ধারিত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি ব্যবহার করে তার ওজন এবং বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা হয়।হলমার্কিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-যার মধ্যে ওজন মাপার ভারসাম্য রক্ষাকারী, এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স (XRF) মেশিন এবং লেজার মার্কিং মেশিন অন্তর্ভুক্ত-কেন্দ্রীভূত সফটওয়্যারে সরাসরি তথ্য স্থানান্তরের সুবিধাযুক্ত হতে হবে। এর ফলে, প্রক্রিয়ার সময় উপন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য বৈদ্যুতিনভাবে নথিভুক্ত করা যায় এবং হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর প্রয়োজন কমে।২০২৪-এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে XRF মেশিনের -ভিত্তিক সংযুক্তিকরণ কার্যকর করা হয়, যাতে হাতে তথ্য প্রবেশ করানোর সম্ভাবনা দূর করা যায়। এর পাশাপাশি, সংযুক্ত ওজন-পরিমাপ ব্যবস্থা ভারসাম্য রক্ষা করা থেকে সরাসরি ওজনের পাঠ সংগ্রহ করে।পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, BIS সার্ভার প্রতিটি গয়নার জন্য একটি অনন্য ছয়-সংখ্যার আলফানিউমেরিক কোড তৈরি করে। এরপর স্ট্যান্ডার্ড মার্ক এবং প্রযোজ্য বিশুদ্ধতার চিহ্ন গয়নার গায়ে খোদাই বা চিহ্নিত করা হয়।-গুলিকে গয়না এবং তার হলমার্ক-সহ-ছবিও তুলতে হয়। এ বছর ৮ জুন থেকে কার্যকর হওয়া ব্যবস্থার অধীনে এই ছবিগুলি এবং ওজন সরাসরি -এ আপলোড করা হয়। ডিজিটাল নজরদারি ও ট্রেসেবিলিটি-এর পোর্টালে -তে সম্পাদিত কার্যকলাপের তারিখ ও সময় নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এই টাইমস্ট্যাম্পগুলি কার্যক্রমের রিয়েল-টাইম নজরদারিতে সহায়তা করে এবং হলমার্কযুক্ত গয়না গ্রহণ থেকে তা পাঠানো পর্যন্ত কত সময় লাগছে, তা মূল্যায়নে সাহায্য করে। পরীক্ষার কাজ লেজার মার্কিং-এর আগে সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা যাচাই করতেও এগুলি সহায়ক।এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় ওজন সংগ্রহ এবং সুবিধার মতো ডিজিটাল উদ্যোগগুলি হলমার্কিং সরবরাহ-শৃঙ্খলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি আরও শক্তিশালী করে। সুবিধার মাধ্যমে গয়না ব্যবসায়ী বা বিক্রয়কেন্দ্রের মধ্যে সোনার গয়নার মালিকানা পরিবর্তিত হলে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ডিজিটালভাবে স্থানান্তর করা যায়। এ বছর ১ জুন থেকে বাস্তবায়িত প্রথম পর্যায়ে, কর্পোরেট গয়না ব্যবসায়ীদের মধ্যে অথবা কোনও গয়না ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কর্পোরেট সংস্থায় সোনা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে একই সামগ্রীতে একাধিকবার বা জালিয়াতির মাধ্যমে হলমার্কিং-এর ঘটনা প্রতিরোধে সহায়তা হয়।৫. নিয়ন্ত্রক তত্ত্বাবধানঃবিক্রয়কেন্দ্রের বাইরেও যাচাইন্ডডিজিটাল নজরদারির পাশাপাশি, এর বাস্তবকালীন নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রক যাচাইও কার্যকর রয়েছে। নিয়মিতভাবে গয়না বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে এবং প্রাসঙ্গিক ভারতীয় মান অনুযায়ী পরীক্ষা করার জন্য হলমার্কযুক্ত সামগ্রীর নমুনা এলোমেলোভাবে সংগ্রহ করে। AHC-গুলি নির্ধারিত শর্তাবলি পূরণ করে চলেছে কি না, তা যাচাই করতে BIS নিয়মিত নজরদারি নিরীক্ষাও পরিচালনা করে।হলমার্কের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগ বা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংস্থা অভিযান-সহ বিভিন্ন প্রয়োগমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই পদক্ষেপগুলি গ্রাহকদের সুরক্ষা এবং হলমার্কিং ব্যবস্থার প্রতি আস্থা সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে। ২০২৫-২৬ সালে এই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য গযনা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৩০টিরও বেশি প্রয়োগমূলক অভিযান পরিচালিত হয়। কেনার আগে যাচাই করুনঅ্যাপের মাধ্যমে ভোক্তারা হলমার্কযুক্ত সোনা ও রুপোর গয়নার বিবরণ স্বাধীনভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে যাচাই করতে পারেন। কোনও হলমার্কযুক্ত সামগ্রী যাচাই করার জন্য গ্রাহককে তার অনন্য হলমার্ক ইউনিক আইডেন্টি ফিকেশন নম্বর প্রবেশ করাতে হয়।অ্যাপটি সামগ্রীর বিশুদ্ধতা, পণ্যের ধরন, গয়না ব্যবসায়ী এবং অ্যাসেয়িং অ্যান্ড হলমার্কিং সেন্টারের মতো তথ্য প্রদান করে। এছাড়া, এ বছর ৮ জুন থেকে চালু হওয়া ডিজিটাল উন্নয়নের ফলে অ্যাপে সামগ্রীর ছবি, তার গায়ে চিহ্নিত হলমার্ক এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে নথিভুক্ত ওজন দেখার সুবিধা রয়েছে। এর মাধ্যমে ক্রেতারা কেনাকাটা সম্পন্ন করার আগে হাতে থাকা সামগ্রীর সঙ্গে সরকারি নথিতে

'দেব উত্থানি একাদশী' উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা লোকসভার অধ্যক্ষের

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বরঃ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা শুক্রবার কার্তিক শুক্লা একাদশীর পবিত্র উসব 'দেব উত্থানি একাদশী' উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এক্স-এ লিখেছেন, ভারতীয় সাহিত্য এবং প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যে 'দেব উত্থানি একাদশী'র বিশেষ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। এটি সেই পবিত্র মুহূর্ত হিসেবে গণ্য হয় যখন ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু তাঁর যোগ-নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। এই দিন থেকেই 'চাতুর্মাস'-এর সমাপ্তি ঘটে এবং বিবাহ-সহ বহু মাঙ্গলিক কাজের সূচনা হয়। 'তুলসী বিবাহ'-র পরম্পরা এই উৎসবকে আরও বিশেষ করে তোলে। এই উৎসব আমাদের সনাতন জীবনপদ্ধতিতে প্রকৃতি, উপাসনা, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক কল্যাণের এক সুন্দর সমন্বয়কে ফুটিয়ে তোলে। 'দেব উত্থানি একাদশী'র এই শুভ মুহূর্ত আমাদের নতুন শক্তি, শুভ সংকল্প এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণুর কৃপায় প্রতিটি পরিবারে সুখ, শান্তি, উত্তম স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বিরাজ করুক। আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের এই অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমাজে সদিচ্ছা, সম্প্রীতি ও জনকল্যাণের ভাবনাকে আরও সুদৃঢ় করুক এবং আমাদের দেশ নিরন্তর অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে এগিয়ে যাক।অন্যদিকে শুক্রবার কার্তিক শুক্লা একাদশীর পবিত্র উৎসব 'দেব উত্থানি একাদশী' উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।রাজনাথ সিং বলেছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসে 'দেব উত্থানি একাদশী'র বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু তাঁর যোগ নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন এবং শুভ কাজ শুরু হয়। ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণুর আশীর্বাদ সবার ওপর বজায় থাকুক এবং প্রতিটি পরিবারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসুক।কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, তাঁর প্রার্থনা, সৃষ্টির পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণু এবং মাতা তুলসীর কৃপায় সবার জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, 'দেব উত্থানি একাদশী' এবং তুলসী বিবাহ উপলক্ষে বিশ্বের পালনকর্তা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান।কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, ভগবান শ্রী হরি বিষ্ণু এবং মাতা তুলসীর কৃপায় আপনাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য নেমে আসুক। সমস্ত মাঙ্গলিক কাজের এই শুভ সূচনা আপনাদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনুক।

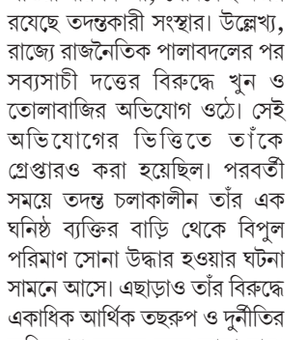
দিল্লি-এনসিআর বায়ুদূষণ রোধে তুরস্ক থেকে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠক ভূপেন্দ্র যাদবের



নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃদিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে শীতকালীন কর্মপরিকল্পনা বা 'উইন্টার অ্যাকশন প্ল্যান'-এর বাস্তবায়ন খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার তুরস্কের আন্টালিয়া থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। উল্লেখ্য, বর্তমানে তিনি আন্টালিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলির কথা জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখেছেন, দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে শীতকালীন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করতে তুরস্কের আন্টালিয়া থেকে ভার্চুয়ালি দিল্লি, গাজিয়াবাদ, নয়ডা, গুরুগ্রাম এবং ফরিদাবাদের পুর স

জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের, ভিনধর্মী যুগলকে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার দেশের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের রয়েছে। ব্যক্তিগত পছ ঃদ ও সাংবিধানিক অধিকারের ক্ষেত্রে অন্য কারও হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। ভিনধর্মী এক যুগলের মামলার শুনানিতে ফের সেই সাংবিধানিক অধিকারের কথাই মনে করিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ধর্ম আলাদা হলেও দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ নিজেদের ইচ্ছায় একসঙ্গে বসবাস করতে পারেন। তাঁদের সেই সিদ্ধান্তে বাধা দেওয়া বা হুমকি দেওয়া কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। পাশাপাশি ওই নবদম্পতি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, হিঃদুত্ববাদী একটি সংগঠনের সদস্যদের লাগাতার হুমকির মুখে পড়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ওই ভিনধর্মী যুগল। তাঁদের অভিযোগ, বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের নোটিস প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। সেই নোটিস ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সংগঠনের কয়েকজন সদস্য তরুণী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। এমনকি বিয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে না এলে প্রাণে মেরে ফেলা এবং বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে আদালতে জানিয়েছেন যুগল। অভিযোগ, পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠায় তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সেখানেও সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি করেছেন ওই দম্পতি। তরুণীর আরও অভিযোগ, এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁর মা স্বামীর বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করেছেন। একই সঙ্গে তাঁকে বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয় বলে দাবি তরুণীর। তাঁর বক্তব্য, তিনি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছেন এবং স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে চান। তা সত্ত্বেও তাঁকে নানা ভাবে চাপের মুখে পড়তে হচ্ছে। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কার্যকর সুরাহা না মেলায় শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হন ওই যুগল। তাঁদের হয়ে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করেন আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। আদালতে তিনি জানান, দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং নিজেদের ইচ্ছায় একসঙ্গে সংসার করছেন। তাঁদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে কেঃদ্র করে বাইরের লোকজনের হুমকি ও চাপের কারণে স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হচ্ছে। তাই দম্পতি এবং তাঁদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। শুনানিতে তরুণীর তরফেও একটি হলফনামা জমা দেওয়া হয়। সেখানে তিনি



স্পষ্টভাবে জানান, নিজের ইচ্ছাতেই তিনি স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক জীবন ও দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে চান। তাঁর উপর কোনও জোরজবরদস্তি করা হয়নি বলেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। আদালত ওই হলফনামা এবং মামলার অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখে। এরপরই বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন, দেশের সংবিধান প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অংশে (পার্ট থ্রি) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের যে স্বীকৃতি রয়েছে, তার মধ্যেই এই স্বাধীনতার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, কোনও ব্যক্তির জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকারে কোনও পরিস্থিতিতেই অন্য কারও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। দু'জন মানুষের ধর্ম আলাদা হওয়া তাঁদের একসঙ্গে বসবাসের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এই পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ওই দম্পতি এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে। যাতে তাঁরা কোনওরকম ভয়ভীতি বা হুমকির সম্মুখীন না হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিশকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সাংবিধানিক অধিকার এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে দু'জন মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতাকে যে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, আদালতের নির্দেশে সেই বিষয়টিই আরও একবার স্পষ্ট হল।

হুবহু নরেন্দ্র মোদি! রাঁধুনি থেকে জনপ্রিয়তার শিখরে সদানন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর, ২০ নভেম্বর মুখে শুভ্র দাড়ি, চোখের চাউনি, মুখের আদল এবং পরনের সাজপোশাক- দূর থেকে দেখলে মনে হবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেই অবিকল সাদৃশ্যই এক সাধারণ রাঁধুনির জীবনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী পুজোর মঙ্গলঘট বিসর্জনের শোভাযাত্রায় এবারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিলেন কর্ণাটকের বাসিন্দা সাতষট্টি বছর বয়সি সদানন্দ নায়েক। তাঁকে একঝলক দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য কৃষ্ণনগরবাসীর মধ্যে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। কর্ণাটকের উডুপি জেলার বোম্মারাবেট্টু গ্রামের বাসিন্দা সদানন্দ নায়েক জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন রান্নাঘরের আগুনের আঁচে। পেশায় রাঁধুনি সদানন্দ বিভিন্ন হোটেল এবং বেসরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে রান্নার কাজ করেছেন। মণিপাল কেএমসি-তে কাজ করার পর অবসর গ্রহণের সময় ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে তিনি কিছু অতিরিক্ত অর্থ পেয়েছিলেন। সেই সঞ্চিত অর্থ নিয়েই দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন তিনি। চারধাম, কাশী, প্রয়াগরাজ ও গয়া-সহ নানা তীর্থক্ষেত্রে ঘোরার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু কীভাবে এই সাধারণ রাঁধুনি থেকে তিনি দেশের মানুষের কাছে ' রূপী' সদানন্দ হয়ে উঠলেন? সদানন্দ নিজেই শুনিয়েছেন তাঁর এই রূপান্তরের গল্প। ২০১৭ সালের আগে পর্যন্ত তাঁর চেহারা এমন ছিল না। তীর্থযাত্রার সময় একদল ভক্তের সঙ্গে রান্নার কাজে তিনি হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। সেখানে টানা আঠাশ দিন থাকার ফলে তাঁর মুখে বেশ খানিকটা সাদা দাড়ি গজিয়ে যায়। সেই সময় হরিদ্বারে উপস্থিত সাধুসন্ত এবং সাধারণ মানুষেরা তাঁর মুখের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশ্চর্য মিল খুঁজে পান। তাঁরাই সদানন্দকে দাড়ি না কাটার পরামর্শ দেন। এরপর আয়নায় নিজের মুখ দেখে সদানন্দেরও মনে হয়, সত্যিই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর চেহারার দারুণ সাদৃশ্য রয়েছে। সেই শুরু। ২০১৭ সালের পর থেকে আর দাড়ি কাটেননি তিনি, বরং পরম যত্নে প্রধানমন্ত্রীর মতো সাজপোশাক ও চেহারা ধরে রেখেছেন। বর্তমানে এই ব্যতিক্রমী চেহারার সুবাদেই দেশের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পান সদানন্দ। সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখে যেমন উৎসাহের সঙ্গে ছবি তোলেন, তেমনই অনেকে ভালোবেসে আর্থিক সাহায্যও করেন। প্রধানমন্ত্রীর আদলে সেজে তিনি ইতিমধ্যেই চারধাম, কাশী, গয়া, দিল্লি, হরিয়ানা এবং ওড়িশা ভ্রমণ করেছেন। বাংলাতেও তাঁর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা কম নয়। এর আগে তিনি নবদ্বীপের মায়াপুর ইসকন, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি, অগ্রদ্বীপ এবং কলকাতার একাধিক জায়গায় ঘুরে গিয়েছেন। শুধু তীর্থ বা উৎসব নয়, রাজনীতির আঙিনাতেও পা পড়েছে তাঁর। সদানন্দ জানান, সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় তিনি গুজরাটে গিয়ে ভোট প্রচারও চালিয়েছেন এবং খোদ নরেন্দ্র মোদির অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেছেন। এ বছর কৃষ্ণনগরের হাতারপাড়া বারোয়ারির বিশেষ উদ্যোগে জগদ্ধাত্রী পুজোর শোভাযাত্রায় নিয়ে আসা হয়েছিল সদানন্দ নায়েককে। ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রার আগে মঙ্গলঘাট বিসর্জনের অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক কৌতূহল ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে।

আকভানের প্রভাবে সুন্দরবনে ধান চাষে ক্ষতির আশঙ্কা, কৃষকদের জন্য বিশেষ পরামর্শ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ ঘূর্ণিঝড় আকভানের প্রভাবে অগ্রহায়ন মাসে অসময়ের বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে সু ঃদরবনের কৃষকদের মধ্যে।মাঠে পাকা আমন ধান। কোথা ও ধান কাটার প্রস্তুতি চলছে, আবার কোথাও কাটা ধান শুকোনোর কাজ চলছে। ঠিক সেই সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।বৃষ্টির জলে জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা পাকা ধান নুয়ে পড়ার পাশাপাশি কেটে রাখা ধান ভিজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে।বিশেষ করে সু ন্দরবনের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলবর্তী কৃষি এলাকা গুলিতে পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন চাষিরা।উওর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ, সঃেদশখালি, হাসনাবাদ ও দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর কুলতলি, রায়দীঘি,মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ সাগর, ক্যানিং, গোসাবা সহ বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষকদের আশঙ্কা,বৃষ্টির পরিমাণ বাড়লে আমন ধানের ফলন ও গুণগত মান দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।জয়নগর কুলতলির একাধিক কৃষকরা বলেন, কয়েক মাস ধরে ধারদেনা করে চাষ করেছেন তাঁরা। সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ এবং শ্রমিকের পিছনে প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে। এখন ফসল ঘরে তোলার মুখে দুর্যোগের কারণে সেই পরিশ্রমের ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, অতিরিক্ত বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ায় পাকা ধানগাছ জমিতে শুয়ে পড়ে ধান কাটতে সমস্যা হয়েছে। দীর্ঘক্ষণ জমিতে জল জমে থাকলে ধানের শিষ ও গোড়ার ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে, কেটে রাখা ধান বৃষ্টিতে ভিজে গেলে ধানের রং নষ্ট হওয়া, ছত্রাকের সংক্রমণ এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এর ফলে বাজারে ধানের দামও কম পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।সু ঃদরবনের মতো উপকূলবর্তী এলাকায় আরও একটি বড় উদ্বেগ হল নোনা জলের অনুপ্রবেশ। নদী বা বাঁধ উপচে নোনা জল কৃষি জমিতে ঢুকলে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে গিয়ে পরবর্তী মরশুমের চাষেও সমস্যা তৈরি হতে পারে।তাই এই সময়ে কৃষকদের উচিত, যে সমস্ত জমিতে ৮০ শতাংশ বা তার বেশি ধান পেকে গিয়েছে, আবহাওয়ার পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত ধান কাটার ব্যবস্থা করুন। প্রয়োজনে কৃষিযন্ত্র বা কম্বাইন হারভেস্টারের সাহায্য নিন। বৃষ্টিতে ধানগাছ মাটিতে শুয়ে পড়লে কয়েকটি গোছা এক সঙ্গে বেঁধে তুলে রাখার চেষ্টা করুন। এতে ধানের শিষ জমির জলের সংস্পর্শে আসার আশঙ্কা কমবে। তবে জমির পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত ফসল কাটাই সবচেয়ে ভালো।ধান ও অন্যান্য ফসলের জমিতে অতিরিক্ত জল জমে থাকলে দ্রুত নিকাশি নালা পরিষ্কার করে জল বের করার ব্যবস্থা করুন। বিশেষ করে নিচু জমির দিকে নজর রাখুন।মাঠে কেটে রাখা ধান খোলা জায়গায় ফেলে রাখবেন না। বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাতে উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখুন। সম্ভব হলে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিন। ভিজে যাওয়া ধান দ্রুত শুকনো ও বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় ছড়িয়ে দিন। বৃষ্টি চলাকালীন জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগ না করা উচিত। বৃষ্টির জলে ওষুধ ও সার ধুয়ে যাওয়ার পাশাপাশি অর্থের অপচয় হতে পারে। অতিরিক্ত ভেজা জমিতে আলু লাগানো থেকে বিরত থাকুন। মাটির অতিরিক্ত আর্দ্রতায় বীজ আলু পচে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। একইভাবে টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি-সহ বিভিন্ন সবজির জমিতে জল জমতে দেবেন না। বৃষ্টির পর ধান ও সবজিজমিতে রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে। তাই নিয়মিত ফসল পর্যবেক্ষণ করুন। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ ব্যবহার না করে স্থানীয় কৃষি আধিকারিক বা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের পরামর্শ নিন।সু ঃদরবন উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকদের জমিতে নোনা জল ঢুকেছে কি না.

কালো টাকা সাদা করার অভিযোগ! লেকটাউনে সব্যসাচী ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে ইডির হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃকলকাতায় ফের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অভিযান। শুক্রবার সাতসকালে লেকটাউন থানা এলাকার ভিআইপি রোডের একটি অভিজাত বহুতলে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। বহুতলের নবম তলায় থাকা ব্যবসায়ী তথা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট গৌরব লক্ষতিয়ার ফ্ল্যাটে শুরু হয় তল্লাশি। সূত্রের খবর, গৌরব লক্ষতিয়ার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আর সেই সূত্র ধরেই তাঁর ফ্ল্যাটে ইডির এই অভিযান বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোর প্রায় ৬টা নাগাদ বৃষ্টির মধ্যেই ভিআইপি রোডের পাশে অবস্থিত ' গ্লোরিয়া' নামের বিলাসবহুল আবাসনে পৌঁছন ইডির আধিকারিকরা। এরপর সরাসরি নবম তলায় গৌরব লক্ষতিয়ার ফ্ল্যাটে যান তাঁরা। অভিযানের সময় নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। আবাসনের মূল প্রবেশদ্বার এবং সংশ্লিষ্ট তল ঘিরে রাখা হয়, যাতে তল্লাশি চলাকালীন কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযান দীর্ঘ সময় ধরে চলে। ফ্ল্যাটের ভিতরে বিভিন্ন আর্থিক নথি, লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র, ফাইল এবং ডিজিটাল ডিভাইস খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব, আর্থিক নথির সূত্র এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি গৌরব লক্ষতিয়ারকেও বিভিন্ন নথি ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কোন আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের অনুমান, একাধিক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগ করে কালো টাকা সাদা করার চেষ্টা হয়ে থাকতে পারে। সেই আর্থিক লেনদেনের সূত্র ধরেই গৌরব লক্ষতিয়ারের নাম উঠে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও এই মুহূর্তে তদন্তের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসেনি, তবুও আর্থিক লেনদেনের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। তল্লাশিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, নথি কিংবা আর্থিক অনিয়মের সূত্র পাওয়া যায় কি না, সেদিকেই নজর রয়েছে তদন্তকারী সংস্থার। উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে খুন ও তোলাবাজির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তদন্ত চলাকালীন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার হওয়ার ঘটনা সামনে আসে। এছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক তছরুপ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। এই সমস্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে তদন্তের দায়িত্ব নেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। পরবর্তীতে সব্যসাচী দত্ত জেল থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতি ও তছরুপের অভিযোগের তদন্ত এখনও চালিয়ে যাচ্ছে ইডি। সেই তদন্তেরই সূত্র ধরে শুক্রবার সকালে লেকটাউনের অভিজাত আবাসনে পৌঁছে গৌরব লক্ষতিয়ারের ফ্ল্যাটে অভিযান চালানো হয় বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে এই অভিযানে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। তবে তল্লাশি শেষে তদন্তকারী সংস্থার তরফে কী তথ্য সামনে আসে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

চাষের জমিতে জল থৈ থৈ, জমি পরিদর্শনে কালনার বিধায়ক

প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলী ঃ পূর্ব বর্ধমানে কালনার, বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু,পেঁয়াজ, সবজি চাষ হয়। টানা বৃষ্টির ফলে, অধিকাংশ জমি প্লাবিত হয়ে গেছে, কোথাও পাকা ধান কাটতে পারেনি চাষিরা, চাষীদের এই বিষয়ে খবর পেয়েই ছুটে আসেন কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার তিনি নিজে সরজমিনে দেখলেন অতিবৃষ্টির ফলে চাষের জমি প্লাবিত, তিনি জানান ইতিমধ্যেই জেলা শাসকের সাথে কথা হয়েছে , সরকার সব সময় চাষীদের পাশে আছে এবং তিনি জানান সরকারি স্তরে পরিসংখ্যান নেয়া হচ্ছে , যাদের বীমা করা আছে তাদের যাতে তারা যেন ঠিকঠাক পায়, মূলত যে জল নিকাশি করা এত বৃষ্টির ফলে সম্ভব হচ্ছে না এটা একটা বিপর্যয়ের আখ্যা দিয়েছেন তিনি। এলাকার চাষীরা জানান এরকম ধরনের বৃষ্টি এর আগে কোনদিনই হয়নি। এই সময়। সরকারিভাবে যদি কোন কিছু না ভাবা হয় তাহলে তাদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে।

বেলুড়ের প্রবীণদের যাতায়াতে বড় বাধা উঁচু ওভারব্রিজ!

আন্ডারপাস ডুবলেই রেললাইন পারাপারের ঝুঁকি, বেলুড়ের প্রবীণদের যাতায়াতে বড় বাধা উঁচু ওভারব্রিজ! এসকেলেটর চেয়ে সরব বাসিঃদারা। একদিকে জলমগ্ন আন্ডারপাস, অন্যদিকে উঁচু ওভারব্রিজের সিঁড়ি। বেলুড় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি নামলেই যাতায়াতের ক্ষেত্রে এমনই দুই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের কাছে স্টেশনের এক দিক থেকে অন্য দিকে যাওয়া রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তৈরি নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ফের আন্ডারপাসে জল জমায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। জলমগ্ন পথ দিয়ে যাতায়াত করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ায় অনেককে ঝুঁকি নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে দেখা যাচ্ছে। অথচ বিকল্প হিসেবে থাকা ওভারব্রিজের সিঁড়ি এতটাই উঁচু যে প্রবীণদের পক্ষে তা ব্যবহার করাও সহজ নয়। ফলে নিরাপদে যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, বেলুড় আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা নতুন নয়। বছরের পর বছর ধরে বৃষ্টি হলেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। আন্ডারপাসে জল জমে থাকলে দৈনঃিদন যাতায়াত ব্যাহত হয়, সমস্যায় পড়েন স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে কর্মজীবী মানুষ এবং প্রবীণ নাগরিকরা। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও বেশি। দীর্ঘ সিঁড়ি ভেঙে ওভারব্রিজে ওঠার শারীরিক কষ্টের কারণে অনেকেই বিকল্প পথ খুঁজতে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে রেললাইন পারাপার করতে বাধ্য হন। তাঁদের দাবি, আন্ডারপাসের জল জমার সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। পাশাপাশি ওভারব্রিজে ওঠার জন্য চলমান সিঁড়ি বা লিফটের ব্যবস্থা করা হলে বহু মানুষের দুর্ভোগ কমবে। ৭৬ বছর বয়সি স্থানীয় বাসিঃদা দুলাল চঃদ্র দাসের কথায় উঠে এসেছে সেই অসহায়তার ছবি। তিনি বলেন, ওপারে যাব। কিন্তু রাস্তা পুরো জল ভর্তি হয়ে ডুবে আছে। এখন কী করে যাব, সেটাই ভাবছি। ওপারে যাওয়ার জন্য যে ওভারব্রিজ রয়েছে, সেটাও অনেক উঁচু। এই বয়সে এত লম্বা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা খুবই কষ্টকর।

মুখ্যমন্ত্রীর সভায় গিয়ে নিখোঁজ বৃদ্ধ, পাঁচ দিনেও মেলেনি খোঁজ

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বেলপাহাড়ির সাহাড়িতে গিয়েছিলেন গ্রামের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে। কিন্তু সভা শেষ হওয়ার পরে আর বাড়ি ফেরা হয়নি ৬৫ বছরের গুরুপ্রসাদ সিংয়ের। গত পাঁচ দিন ধরে তাঁর কোনও সন্ধান না মেলায় উদ্বেগে পরিবার। নিখোঁজ বৃদ্ধের সন্ধানে তদন্তে নেমেছে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। নয়াগ্রামের বাঁখাকড়ি অঞ্চলের ভালিয়াঘাটি গ্রামের বাসিন্দা গুরুপ্রসাদ। গত ১৫ নভেম্বর সাহাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা ছিল। বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে যোগ দিতে নয়াগ্রাম ব্লক থেকে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে ১২টি বাস গিয়েছিল। তার মধ্যে একটি বাসে গ্রামের অন্যদের সঙ্গে সভায় গিয়েছিলেন গুরুপ্রসাদও। পরিবারের দাবি, জনসভা থেকে গ্রামের লোকজন একে একে বাড়ি ফিরলেও গুরুপ্রসাদের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রথমে পরিচিত ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর করেন পরিবারের সদস্যরা। সম্ভাব্য বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান চালিয়েও তাঁর হদিস না মেলায় ১৬ নভেম্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার পরেই অপহরণের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। নিখোঁজ বৃদ্ধের ছেলে তুফান সিং বলেন, গ্রামের লোকজনের সঙ্গে বাবা মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় গিয়েছিলেন। সবাই বাড়ি ফিরলেও বাবা ফেরেননি। পাঁচ দিন ধরে তাঁর কোনও খোঁজ নেই। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। বিজেপির নয়াগ্রাম-১ মণ্ডল সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডলের বক্তব্য, জনসভা শেষ হওয়ার পরে বাসে থাকা গ্রামের দু'জনের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার দেখতে গিয়েছিলেন গুরুপ্রসাদ। পরে ওই দু'জন ফিরে এলেও তিনি বাসে ফেরেননি। পরমেশ্বরের দাবি, পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানিয়েছিলেন, গুরুপ্রসাদ কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। জনসভা শেষে তাঁরা অনেকটা দেরিতে বাস নিয়ে ফিরেছিলেন। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিখোঁজ বৃদ্ধের সন্ধানে একাধিক দল তৈরি করা হয়েছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি-সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য জায়গায় তল্লাশি চলছে।

আইটিআই ও পলিটেকনিকের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখল বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ জঙ্গলমহলে কারিগরি শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই ঝাড়গ্রাম জেলার আইটিআই ও পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামো, পঠনপাঠন এবং সামগ্রিক অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ঝাড়গ্রামে এল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্যপ্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রতিনিধি দল। কমিটির চেয়ারম্যান প্রসূন ব্যানার্জির নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ঝাড়গ্রাম আইটিআই পরিদর্শন করেন। সেখানে প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন তাঁরা। তিন দিনের স্টাডি ট্যুরের অংশ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলা সফর করছেন কমিটির সদস্যরা।

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে যাত্রীদের রেল চত্বরে উচ্চস্বরে গান শোনা ও ফোনে কথা বলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ ভারতীয় রেলের যাত্রীদের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ, আরামদায়ক ও ঝামেলামুক্ত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, রেল বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ব রেল তাদের সমস্ত বিভাগকে মোবাইল ফোনের দায়িত্বশীল ব্যবহার এবং রেল স্টেশন ও ট্রেনের ভেতরে শব্দজনিত উপদ্রব রোধ করার বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন মোবাইল ফোনে স্পিকার অন করে গান বা ভিডিও না শোনেন, দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চস্বরে ফোনে কথা না বলেন এবং মোবাইল ফোনের রিংটোন খুব বেশি উচ্চতায় না রাখেন। এই ধরনের আচরণ প্রায়শই সহযাত্রীদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ট্রেনের কামরায়-বিশেষ করে এসি কোচে-শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে।ভ্রমণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, রেল স্টেশনগুলোতে এবং সম্ভব হলে ট্রেনের ভেতরেও ' অ্যাড্রেস সিস্টেম'-এর মাধ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৪৬ সংখ্যা, শনিবার , ৪ অগ্রাহয়ণ, ১৪৩৩

ইংরেজি বাবু

ইংরেজি ভাষাতে লালবিহারীর ছিল অসমান্য দক্ষতা, তাঁর মত ইংরেজি ভাষায় দখল তখন অনেকে ইংরেজের ছিল না,বাঙালিদের অপমানে গর্জে উঠতেন। রো নামের এক সাহেব অধ্যাপক একবার নিজের বইয়ে বাঙালিদের লেখা ইংরেজিকে 'বাবু ইংরেজি' বলে ঠাট্টা করেন। স্বজাতির নিন্দায় গর্জে উঠলেন লালবিহারী। লিখে ফেললেন এক প্রবন্ধ । সেখানে তিনি রো সাহেবের নিজের লেখার ভুরিভুরি ভুল তুলে ধরে মুখের মত জবাব দিলেন। এই ঘটনায় লালবিহারীর নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। নিজে ইংরেজি না জানলেও, ছেলেকে যেমন করেই হোক ইংরেজি শেখাতে হবে এই ছিল লালবিহারীর বাবার পণ। একেবারে খাঁটি মানুষ,মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এসব তাঁর অজানা ছিল। পরিশ্রমের সঙ্গে লক্ষে স্থির থাকলে চরম দারিদ্র্য যে বিদ্যার্জনের পথে বাধা হতে পারে না,আমাদের কাছে বড় দৃষ্টান্ত বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়, আরও একজন নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি বাংলার উজ্জ্বল রত্ন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। বিদ্বজ্জনদের অনেকের মতে 'নীলদর্পণ' যদি হয় কৃষকের মহানাটক,তবে লালবিহারী দে রচিত 'BENGAL PEASANT LIFE' (বেঙ্গল পেজন্ট লাইফ) অর্থাৎ গোবিন্দ সামন্ত কৃষকের জন্য মহাকাব্য বললে খুব ভুল হয় না। ১৮৭২সালের গোড়ায় বইটির রচনা সম্পূর্ণ হয়,শেষে আরও তিন অধ্যায় জুড়ে ১৮৭৪সালের মাঝের দিকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে লালবিহারী বাংলার কৃষকের দুরবস্থার উপরে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন,নিরপেক্ষতার ভান না করে ঘটনার সব দায় চাপিয়েছেন জমিদার ও বিদেশি কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও অকথ্য শোষণের দিকে। এই উপন্যাস লিখে লালবিহারী উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ঘোষিত ৫০০টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। লালবিহারী যখন বয়স দশ, পিতৃদেব রাধাকান্ত গ্রামের পাঠশালা থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে ১৮৩৪সালে কলকাতায় পাদরি ডাফ সাহেবের স্কুল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি করে দিলেনগন্ধ আর ঠিক সেই কারনে লালবিহারীর মাইনে লাগত না,সত্যি কথা বলতে কি ছেলেকে মাইনে দিয়ে পড়াবার মত আর্থিক সামর্থ রাধাকান্তের ছিল না। স্কুলে পড়তে হত দশ বছর,তবে লালবিহারী দশ বছরের পাঠ সাত বছরে শেষ করে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কলেজের প্রথম শ্রেনীতে উন্নীত হলেন। ১৮২৪ সালে বর্ধমানের সোনাপলাশি গ্রামে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন 'কালোগোলাপ'। আসলে লালবিহারীর গায়ের রঙ কালো বলে তাঁর পিতৃদেব আদর করে ওই নামে ছেলেকে ডাকতেন। লালবিহারী যখন পিতাকে হারালেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তেরোঞ্চ পিসতুতো ভাইয়ের বাসায় পড়াশোনা করতেন যখন সেখানে এক রাঁধুনি ছিলেন নাম তাঁর কুঞ্জের মা,বাল্যবিধবা,পুত্রহারা,বিকলাঙ্গ মহিলা। কুঞ্জের মা যদি না থাকতেন বোধহয় কোনও দিন লালবিহারীর উচ্চশিক্ষাভিলাষ সাফল্যের মুখ দেখতে পেত না! শীত হোক বা গরমকাল, কুঞ্জের মা ঠিক ভোরবেলায় উঠে স্নান করে লালবিহারীকে খাইয়ে স্কুলে পাঠাতেন। সন্ধ্যের দিকে সকাল-সকাল তাঁকে আবার খাইয়ে দিতেন, কুঞ্জের মা'র ঘরের একপাশে তিনি ঘুমাতেন। রান্নার তেল থেকে একটু একটু তেল বাঁচিয়ে কুঞ্জের মা লালবিহারীর জন্য রেখে দিতেন।

হাটু বিদ্যালঙ্কার

তিনি পুরুষের পোশাক ধারণ করতেন, ধুতি পড়তেন, টিকি রাখতেন; স্বেচ্ছায়। শোনা যায়, কাদম্বিনীর ছেলেবেলায় তাঁর ঠাকুমা একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অথচ পুরুষ ডাক্তারের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ। তখন ডাক পড়ে এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের। তাঁর চিকিৎসার গুণে সুস্থ হয়ে ওঠেন কাদম্বিনীর ঠাকুমা। ঘটনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন কাদম্বিনীর বাবা ব্রজকিশোর বসু। সেই রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের অসুখে চিকিৎসা করার জন্য মহিলা চিকিৎসকের যে কতখানি প্রয়োজনীয়তা সেটা উপলব্ধি করেই তিনি নিজের মেয়েকে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছিলেন। হটু বিদ্যালংকার না থাকলে হয়তো ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলিরও আবির্ভাব হত না। কাদম্বিনী যখন প্র্যাকটিস শুরু করেন, এই ভারতীয় সমাজ তাঁকে তুলোধোনা করতে ছাড়েনি। এমনকি তার কিছুকাল আগে বিলেতেও মার্গারেট অ্যান বার্কলে আপন পরিচয়ে ডাক্তারি পড়তে বা প্র্যাকটিস করতে পারেননি। আমৃত্যু ওভারকোটের আড়ালে নিজের নারী পরিচয় লুকিয়ে ডাক্তার জেমস ব্যারি নামে সারাজীবন দুঃস্থ মানুষদের সেবা করে গেছেন। অথচ খুব আশ্চর্যজনক ভাবে যে সমাজ কাদম্বিনীর ডাক্তারি পড়াকে মেনে নিতে পারেনি, সেই সমাজই তার পঞ্চাশ বছর আগে এক গ্রামের মেয়েকে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে পাঠিয়েছিল। তিনি ডাক্তার ব্যারির সমসাময়িক। তিনিও চিকিৎসক। বর্ধমান জেলার কলাইঝুটি গ্রামে ১৭৭৫ সালে হটু বিদ্যালংকারের জন্ম। পিতা নারায়ণ দাস, মায়ের নাম সুধামুখী। হটুর প্রকৃত নাম ছিল রূপমঞ্জরী, কিন্তু তাঁর পূর্বে তাঁর অনেকগুলি ভাইবোনের শৈশবে মৃত্যু হয়েছিল বলে যাতে নজর না লাগে, তাই রূপমঞ্জরীর নাম রাখা হয় হটু। শৈশবেই মাতৃহারা হন হটু। বাবা নারায়ণ দাসই ছিলেন একমাত্র আশ্রয়। মেয়ে যত বড়ো হতে লাগল, নারায়ণ দাস ততই অবাক হতে লাগলেন হটুর আশ্চর্য মেধা আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তায়। এমনকি দিনে দিনে এই বুদ্ধি ও মেধা নজরে এল নারায়ণ দাসের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদেরও। তাঁরা পরামর্শ দিলেন হটুকে চতুষ্পাঠিতে ভর্তি করে দেওয়ার। বিষয়টা নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী। যে সমাজ মনে করত মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়, সেই সমাজের একাংশই একটি ষোলো-সতেরো বছরের কিশোরীকে চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের সঙ্গে বিদ্যার্জনে পাঠাতে দ্বিধান্বিত হয়নি। তিনি চিকিৎসকরূপে নিজের কর্মজীবন শুরু করলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



সাধক রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ সব সময়ে মাকে ডাকতেন। শ্যামা সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো করতেন সাধক রামপ্রসাদ। তিনি ভক্তি দিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তিনি বলেছেন, পুজো করেও মায়ের নাম করা যেমন যায় ঠিক তেমনি গান গেয়ে গান রচনা করে মা শ্যামার ভক্তি প্রকাশ করা সম্ভব। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর ভক্তদের কারোর কাছে পরাস্ত হন না। মা শ্যামা ওপরে ভরসা করতে হবে। তাকে ভক্তি দিতে হবে। তার প্রতি ভালোবাসা দেখতে হবে। মা মা বলে ডাকতে হবে। মা বলে ডেকে ডেকে পাগল হয়ে যেতে হবে। তবেই মা শ্যামা দেখা দেবেন।

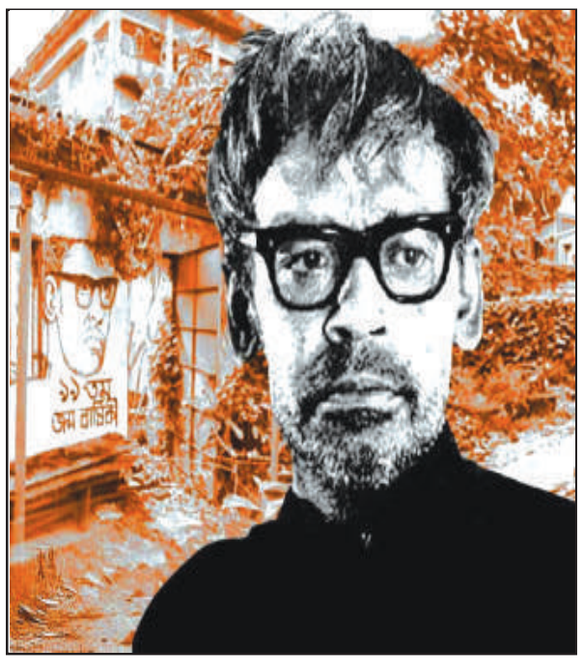
ধ্বংসের মুখে ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি বিজড়িত পৈতৃক ভিটে, বাংলা সংস্কৃতির বুকে গভীর ক্ষত

শিবনাথ দাস

ইতিহাসের মৃত্যু কখনও একটি পুরনো বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তার সঙ্গে মুছে যেতে থাকে একটি জাতির শিকড়, স্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অথচ ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে আগলে রাখাই যে কোনও সভ্য সমাজের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে যখন বারবার ব্যর্থতার ছবি সামনে আসে, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বাংলাদেশের রাজশাহীতে কিংব দন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটের একাংশ ভেঙে ফেলার ঘটনা তেমনই এক গভীর বেদনাদায়ক অধ্যায়। এটি নিছক একটি পুরনো বাড়ির ক্ষতিসাধন নয়, দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর এক নির্মম আঘাত।

রাজশাহী শহরের ঘোড়ামারা মহল্লার মিঞাপাড়ায় অবস্থিত এই বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাংলা তথা বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিভাবান স্রষ্টা ঋত্বিক ঘটকের শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। সম্প্রতি সেই ঐতিহাসিক বাড়ির একটি ঘরের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে। কেটে ফেলা হয়েছে দেওয়াল সংলগ্ন একটি প্রাচীন বটগাছও। অথচ এই ঘরেই চলতি বছরের ৪ নভেম্বর তাঁর ১০১তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন। দেওয়ালে আঁকা ছিল ঋত্বিক ঘটকের প্রতিকৃতি এবং তাঁর কালজয়ী চলচ্চিত্রগুলির নাম। যে জায়গাটি এতদিন চলচ্চিত্র প্রেমী ও সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে শ্রদ্ধা ও আবেগের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল, সেই স্থানই আজ ধ্বংসের মুখে। এর চেয়ে পরি তাপের বিষয় আর কী হতে পারে!

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই ভাঙচুর কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলেই অভিযোগ স্থানীয় সংস্কৃতি কর্মীদের। 'ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি'র সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বাড়িটি সংরক্ষণের দাবি জানানো হলেও কার্যত কোনও স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের অভিযোগ, ২০২৪ সালের পর থেকে অন্তত তিন-চারবার এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটি ধ্বংস করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথমে ভারী যন্ত্রপাতি দিয়ে বাড়ির বড় একটি অংশ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এবার শ্রমিক ও মিস্ত্রি লাগিয়ে অবশিষ্ট অংশটুকুও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন করার উদ্যোগ চলছে। স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মীদের অভিযোগ, রাজশাহী হোমিও প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জায়গাটি নিজেদের দখলে নেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ভাঙার কাজ চালাচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, তবু একটি ঐতি হাসিক স্থাপনার এমন পরিণতি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কিংবা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের মতো অজুহাত দেখিয়ে সাংস্কৃতিক সম্পদ ধ্বংসের অধিকার কারও থাকতে পারে না। প্রশ্ন হল, একটি বাড়ির ঐতিহাসিক



গুরুত্ব নির্ধারণ করবে কে? কেবল তার বয়স, স্থাপত্য কিংবা জমির বাজারদর দিয়ে কি কোনও স্থাপনার মূল্য বিচার করা যায়? যে বাড়িতে একদিন বেড়ে উঠেছিলেন ঋত্বিক ঘটকের মতো বিশ্ববরেণ্য শিল্পী, সেই বাড়ির গুরুত্ব সাধারণ কোনও বসতবাড়ির সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। সেখানে প্রতিটি ইট, প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি কোণ ইতিহাসের সাক্ষী। সেই স্মৃতিকে সংরক্ষণ করা মানে কেবল একজন চলচ্চিত্র পরিচালকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো নয়, বরং আগামী প্রজন্মের হাতে ইতিহাসের একটি জীবন্ত দলিল তুলে দেওয়া।

এই ঘটনার সঙ্গে অবধারিতভাবেই মনে পড়ে যায় ময়মনসিংহে সত্যজিৎ রায়ের পারিবারিক বাড়ির কথা। গত বছরের জুলাই মাসে সেই বাড়ির একাংশও ভেঙে ফেলার ঘটনা সামনে এসেছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরিবারের স্মৃতিবিজড়িত সেই বাড়িটি দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ শিশু অ্যাকাডেমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে দুই বাংলার সংস্কৃতিমহলে প্রবল প্রতিবাদ তৈরি হয়। শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে ভাঙার কাজ স্থগিত রাখতে বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই ঘটনা থেকে কি কোনও শিক্ষা নেওয়া হয়েছে? রাজশাহীর সাম্প্রতিক ঘটনা অন্তত সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে। একের পর এক ঐতিহাসিক স্থাপনা যখন অবহেলা ও দখলদারির আশঙ্কায় বিপন্ন, তখন প্রশাসনিক নজরদারি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ঋত্বিক ঘটক ও সত্যজিৎ রায়;এই দুই নাম শুধু বাংলা চলচ্চিত্রের গৌরব নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির ইতি হাসেও উজ্জ্বল অধ্যায়। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রে দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্তু মানুষের অসহায়ত্ব, শিকড় হারানোর বেদনা এবং সামাজিক টানাপোড়েন যে গভীর তায় উঠে এসেছে, তা আজও দর্শককে নতুন করে ভাবতে শেখায়।'মেঘে ঢাকা তারা','কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'র মতো চলচ্চিত্র কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, সময়ের দলিল। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনি যে বাঙালি জীবনের ভাঙাগড়া, স্বপ্ন ও যন্ত্রণাকে তুলে ধরেছিলেন, তা আজও সমান প্রাসঙ্গিক। অথচ সেই শিল্পীর নিজের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িটিই যদি সংর ক্ষণের অভাবে হারিয়ে যায়, তবে তা আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক চেতনার দারিদ্র্যকেই প্রকাশ করবে। মনে রাখতে হবে, ইতিহাস সংরক্ষণ মানে অতীতকে আঁকড়ে পড়ে থাকা নয়। বরং অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র অটুট রেখে ভবিষ্যতের পথ তৈরি করা। আধুনিক নগরায়ণ, হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু উন্নয়নের নামে ঐতিহাসিক সম্পদ ধ্বংস করা কখনও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত হতে পারে না। পরিকল্পিত উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়ন ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, দুটিই সম্ভব। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছা, দায়িত্ববোধ এবং প্রশাসনিক তৎপরতা।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকারের কাছে আমাদের জোরালো আবেদন, অবিলম্বে ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটেতে সমস্ত ধরনের ভাঙচুর বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হোক। বাড়িটির বর্তমান অবস্থা এবং ভাঙচুরের অভিযোগ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করা প্রয়োজন। অবশিষ্ট অংশ সরকারিভাবে অধিগ্রহণ করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেখানে ঋত্বিক ঘটকের জীবন, কর্ম, চলচ্চিত্র, চিত্রনাট্য, আলোকচিত্র ও ব্যবহৃত সামগ্রীর সংগ্রহ নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহশালা কিংবা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়ের পারি বারিক বাড়িটির ক্ষেত্রেও স্থায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি।

স্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী, চলচ্চিত্র গবেষক এবং দুই বাংলার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি যৌথ সংরক্ষণ কমিটি গঠন করা হলে এই উদ্যোগ আরও কার্যকর হতে পারে। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক সীমানায় আবদ্ধ নয়। পদ্মা ও গঙ্গার দুই পারে বসবাসকারী বাঙালির ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প ও আবেগের বন্ধন বহু পুরনো। ঋত্বিক ঘটকের পৈতৃক ভিটে সেই অভিন্ন উত্তরাধিকারেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আজ সেখানে যে ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা আসলে দুই বাংলার সাংস্কৃতিক বিবেককেই নাড়া দেওয়ার কথা। একটি বাড়ি একবার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলে তাকে আর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই সময় থাকতে উদ্যোগ নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিবিজড়িত ভিটে রক্ষা করা শুধু বাংলাদেশের সরকারের দায়িত্ব নয়, সমগ্র বাঙালি সমাজেরও নৈতিক কর্তব্য। ইতিহাসকে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যেতে না দিয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য সযত্নে বাঁচিয়ে রাখাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

ক্যান্সার একটি আতঙ্ক

হেমাঙ্গ সরকার

সময়টা গত বছর নভেম্বরের শেষের দিকে। বন্দেভারতের এগজিকিউটিভ কোচের ঘষা কাঁচটা মালদা টাউনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে শিলিগুড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি, জানলার ধারে বসা কালো চশমার আড়ালে ভরিক্কি চেহাড়ার ভদ্রমহিলার শীর্ণকায় দশার এই দীর্ঘ যাত্রাপথের এটাই হয়তো শেষ মালদায় আসা। মালদা বললে ভুল হবে, মারণ কর্কটরোগের আক্রমণে শুধু মালদা কেন, হয়তো বাড়ি থেকে বেরোনোর এটাই ছিল শেষ ছাড পত্র। বিধাতা শেষবার ময়না গুড়িতে নিজের জন্মভিটে দেখার ছাড় পত্র দিয়েছিলেন। কথাটা তিনিও হয়তো জানতেন। তাই ট্রেনে ওঠার আগে প্রণাম করার সময় আশীর্বাদের হাতটা এই সম্ভাবনার কথাই জানান দিচ্ছিল। শেষের দিকে চুলের পরিমাণ কমে আসায় ধর্মতলা থেকে পরচুলা কিনে আনা হয়েছিল। সেই চুল ও চশমার আড়ালে চোখের জল সেদিন আড়াল হয়নি।

তিনি আমার কাছে শুধু পিসি ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিসি পিসি। ছোট থেকেই তাঁকে এই নামেই ডেকে অভ্যাস। পিসি পিসি চলে যাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারছি, এইভাবে আর কোনদিনও স্টেশনে দেখতে পাব না তাঁকে। মালদা স্টেশন থেকে আস্তে আস্তে ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। সেদিন ট্রেনটা শেষ অবধি মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাড়ি ফিরেও কোনও কাজে মন বসছিল না আজও মনে আছে। জীবনের ট্রেন ঐভাবেই ওই ভাবেই চলে যায় একদিন। আর ফিরে আসে না। যাত্রীদেরও আর দেখা যায় না।

পরের ছবিটা নিমতলা ঘাট মহাশ্মশান। মেঘলা দুপুরের গঙ্গায় ইলশেগুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। জোয়ারের গঙ্গার জল ঘাটের শেষ সিড়িটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। পাশেই বারান্দায় শুয়ে আছে পিসি পিসি। তাঁর পাশে তখন শুধু আমি আর আমেরিকা থেকে আসা শোকার্ত একমাত্র ছেলে। তার আগের তিনটে রাত কাটিয়েছে পিস ওয়ার্ল্ডের হিম শীতল বিছানায়। তারও আগের তিন রাত কাটিয়েছে অ্যাপেলো হাসপিটালের অঙ্কোলজির ২৩২ নম্বর বেডে অসহ্য, অসম্ভব ও অকল্পনীয় যন্ত্রণায়।

প্রিয়জনের কান্না, চুল্লি থেকে আসা চামড়া পোড়া গন্ধ দেখতে দেখতে সেদিন বারবার ভেসে ওঠে স্টেশনের পিসি পিসির মুখটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা। সত্যি তো সবাইকে যেতে হবে একদিন এইভাবেই একা। আরও কত এরকম দৃশ্য দেখতে হবে, এই তো সবে শুরু। এত প্রিয়জন, আপনজন, কাছের মানুষ একটা সময় তাকে ঘিরে জেগে থাকত কত মুখ। কোথায় কোথায় তাঁর পায়ের চিহ্ন পড়ে রয়েছে, কারও খেয়াল নেই। কোথায় না কোথায় সে গিয়েছে। সে জানত না, শেষদিন তাঁকে অ্যাপেলো হাসপাতালে কাটাতে হবে। কেউ জানে না। জানতে পারে না। অথচ কতবার হয়তো সেই নার্সিংহোমের পাশ দিয়ে গিয়েছে জীবনে। ওই যাওয়ার জন্যই তো জীবনের পথে চলা।

মোবাইলহীন জীবনে তখন বাঙালির বাড়িতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যাওয়ার চল হয়নি। না ভেবেই হুটহাট আত্মীয়বাড়ি চলে যাওয়া যেত! সবাই তো নিজেদেরই লোক তখন। বড় আপনার। স্মৃতি বিদ্রোহ করে অনেক কিছু মুছে দেয়। শুধু ভুলতে দেয় না, 'এঁরা সবাই আমার একান্ত আপন'। এই তো বছর বিশেক আগের কথা। মালদার বাড়িতে সরস্বতী পুজোর সকাল মানেই দাদু, ঠাম্মা আর পিসি- পিসেমশাইয়ের আগমন। পিসি এলেই তাঁর হাতের বিরিয়ানি মাস্ট। তখনকার মালদায় এত ব্যাঙের ছাতার মতো বিরিয়ানির নামকরণ হয়নি। মুখে লেগে থাকা সেই স্বাদ আজকের আর্সালান, আমিনিয়াকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে। মনে আছে বিরিয়ানির সেই মশলাও কলকাতা থেকে আসার আগের দিন বাড়িতে বানিয়ে নিয়ে আসত।

শেষবার কলকাতা থেকে আসার আগে বাড়িতে গিয়েছিলাম দেখা করতে। মুখ না তুলে, চোখ না খুলেই বলেন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিস, আর দুটো দিন থাকতে পারতিস। তাড়াতাড়ি আসিস আবার।' চলে যাওয়ার কয়েকমাস আগে তাঁকে নার্সিং হোমে দেখতে গিয়েছি। বুঝতে পারছি. চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। কপালে, হাতে হাত ছোঁয়াই। কেউ আর হাত শক্ত করে ধরবে না। নীচে নেমে এসে একা বসে থাকি। জানি কেউ এক জন, আমার প্রিয় একজন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একটা সময় তাঁকে ঘিরে থাকত কত লোক! জীবনে কিছুই দেওয়া হয়নি। শেষে আমার দুটো প্রকাশিত বই হাতে তুলে দেওয়ায় খুব খুশি হয়ে ছিলেন। সেদিন নিমতলাতে পিসিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বারবার মনে হচ্ছিল সেই কথাটা। সেই পিসি যখন অসুস্থ অবস্থায় শয্যা শায়ী, তখন আর তাঁর বাড়ি যাওয়া দরকার ভেবেও যাওয়া হত না। ওরকম সাহেবি মানুষকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখা খুব যন্ত্রণার। কথা বলতে পারত না। চেনা লোকের কথা শুনে শুনে শুধু শক্ত করে হাতটা চেপে ধরত। খুব শক্ত করে।ডালপালা আকাশ ছুঁতে যতটা সম্ভব প্রসারিত হয়েছে।

পণ্ডিত জওহরলালকে দেশনেতা পরিকল্পনায় পিতা মতিলাল ও গান্ধিজি

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থানরূপে স্বীকৃত হয়েছে শান্তিনিকেতন। ভারত মানসের উপর বিশেষত দেশের তরুণ সমাজের উপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব পড়েছে। নেহরু যখন এই প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তখনো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। তবে রবীন্দ্রসান্নিধ্য নিশ্চয় তার বাসনায় ছিল। সে সুযোগও মিলে গেল বছরখানেক পর কলকাতায় যখন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে। ১৯২০ সালের ৪ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। গান্ধীর সঙ্গে যোগ দিলেন নেহরু। অধিবেশন শেষে ফেরার পথে গান্ধীর সঙ্গে ১৩ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে যান। এই প্রথম তার শান্তিনিকেতন দর্শন। আত্ম জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন সেরে ফিরে যাবার পথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা 'বড়দাদা'র (দ্বিজেন্দ্র নাথ) সঙ্গে দেখা করতে আমরা শান্তিনিকেতন গেলাম। আমরা সেখানে কয়েকদিন ছিলাম। আমর আরও মনে পড়ে সি.এফ. এন্ড্রুজ আমাকে কতকগুলো বই দিয়ে ছিলেন, সেগুলি আমাকে আনন্দ দিয়েছিল এবং গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তবে প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন হলেও নেহরুর আর প্রথম রবীন্দ্রদর্শন হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে সফররত। রবীন্দ্রবিহীন শান্তি নিকেতনে নেহরু কয়েকদিন কাটালেন দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং এন্ড্রুজের সঙ্গে। যাদের অসাধারণ সরলতা নেহরুকে আকৃষ্ট করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁকে 'শান্তিনিকেতন প্রশাস্তি 'শান্তিনিকেতন না যদি দেখিলে/ নয়ন তবে কি কারণ' আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, কনিষ্ঠপুত্র দেবদাসও ছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণ উপলক্ষে 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ-নেহরু প্রথম দেখা করে কোথায় কখন সে নিয়ে কেউ উল্লেখ করেন নি। নেহরু লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম বা দ্বিতীয় বা



তৃতীয়বারের সাক্ষাতের কথা মনেই পড়ে না। আমার শুধু অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর পিতা মতিলাল নেহরু। মতিলাল নেহরুর বাড়ি আনন্দ ভবন এক সময়ে কংগ্রেসের সদর দফতর তৈরি হয়ে যায়। গান্ধিজি মতিলাল নেহরুকে খুবই পচ্ছন্দ করতেন। মতিলাল নেহবরু যা বলতেন তাই গান্ধিজি শুনতেন এবং করতেন। পুরো নেহরু পরিবার গান্ধি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে মতিলাল নেহরু গান্ধিজির সঙ্গে পুত্র জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিলাতে গিয়েছিলেন আইসিএস পরীক্ষা দিতে। তিনি সেখানে গিয়ে স্কুল শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করতে পারলেন না। তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে আইনী ব্যবসায় যুক্ত হলেন। সুভাষ চন্দ্র বাস বিলাতে গিয়ে ছিলেন আইসিএস পরীক্ষা দিতে। তিনি সফলতার সঙ্গে আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু'র কথা বলতে গে

সুতিতে কয়লায় পাহাড়! পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৩৯ হাজার কেজি বেআইনি কয়লা, গ্রেপ্তার তিন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২০ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার হল বেআইনিভাবে মজুত করা



বিপুল পরিমাণ কয়লা। বৃহস্পতিবার রাতে সুতি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খন্ড সংলগ্ন চণ্ডীপুর এলাকায় তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে তারা উদ্ধার করে বেআইনিভাবে মজুত করা প্রায় ৩৯ হাজার কেজি কয়লা। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। রাজ্যে সাম্প্রতিক সময়ে কোথাও এত পরিমান কয়লা উদ্ধার হয়নি বলে পুলিশ সূত্রের খবর। অবৈধভাবে কয়লা মজুতের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। ধৃতরা হলেন মহিরুল শেখ (২০), লুফল শেখ (৪৭) এবং মোমিন শেখ (৩১) । ধৃত তিনজনেরই বাড়ি চণ্ডীপুর এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ কয়লা পাচার করত এই ব্যক্তিরা। শুক্রবার ধৃতদের জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করবে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই অবৈধভাবে ঝাড়খণ্ড থেকে কয়লা পাচারের অভিযোগ আসছিল তাদের কাছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সুতি থানার পুলিশ। শুরু হয় বিভিন্ন জায়গায় খানা তল্লাশি। অবশেষে তাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, ঝাড়খণ্ড থেকে বিপুল পরিমাণ কয়লা এনে মজুত করা হয়েছে চণ্ডীপুর এলাকায়। এরপরই শুরু হয় চণ্ডীপুর এলাকায় তল্লাশি। সেখান থেকে ধরা পড়েন মহিরুল শেখ, লুফল শেখ এবং মোমিন শেখ নামে তিন ব্যক্তি। তাদের জেরা করে পুলিশ ৩৯ হাজার কেজি কয়লা যেখানে মজুত ছিল, সেই জায়গার হদিশ পায় এবং উদ্ধার করে সেই বিপুল পরিমাণ কয়লা। তবে এই বিপুল পরিমাণ কয়লা তারা কোথা থেকে নিয়ে এসেছিল এবং কোথায় পাচার করার কথা ছিল, বা কী কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ। শুধু তাই নয়, এই কয়লা পাচার চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে, তারও সন্ধান চালানো হচ্ছে। সুতি থানার এক আধিকারিক বলেন, আমরা অনেকদিন ধরেই এই চক্রের উপর নজর রাখছিলাম। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালাই। ৩৯ হাজার কেজি কয়লা উদ্ধার হয়েছে, যা অত্যন্ত বড় সাফল্য। ধৃতদের জেরা করে আরও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। তিনি আরও বলেন, এই কয়লা পাচারের পেছনে বড় কোনও চক্র আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হবে। পুলিশ সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু খোলামুখ কয়লা খনি থেকে বেআইনিভাবে এই কয়লা উত্তোলন করে মুর্শিদাবাদে পাচার করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার বেশ কয়েকটি ইটভাটায় এই কয়লা সরবরাহ করার বরাত পেয়েছিল কয়লা মাফিয়ারা। সূত্রের খবর, তৃণমূল জামানায় নিয়মিত ভাবে স্থানীয় নেতাদের 'তোলা' দিয়ে সাইকেল বা ছোট গাড়ি করে ঝাড়খন্ড থেকে মুর্শিদাবাদের শেষ গ্রাম চণ্ডীপুরে কয়লা এনে মজুত করে রাখা হত। তারপর সময় সুযোগ মতো বিভিন্ন এলাকায় পাচার হয়ে যেত সেই কয়লা। বেআইনিভাবে কয়লা পাচারের ফলে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টাকার রাজস্ব হারাতো রাজ্য সরকার। রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর একদিকে যেমন কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে পুলিশ-প্রশাসন , তেমনই সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈধভাবে কয়লা বিক্রি সুনিশ্চিত করতে চাইছে রাজ্য সরকার।

জল নিকাশির বেহাল দশা! টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন কালনা মহকুমা হাসপাতালের মূল রাস্তা, দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২০ নভেম্বর ঃ জল নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে কালনা মহকুমা হাসপাতালের মূল রাস্তা। গতকাল থেকে টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তার উপর জমেছে প্রচুর জল। কোথাও কোথাও হাঁটুসমান জল জমে যাওয়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন সাধারণ মানুষ, স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতাল সুপার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অসংখ্য রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। ফলে জল জমে থাকায় ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক যাতায়াত। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, কালনা পৌরসভার তরফে নিয়মিত জল নিকাশির ব্যবস্থা না করায় এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। একটু বৃষ্টি হলেই হাসপাতালের মূল রাস্তা কার্যত জলাশয়ে পরিণত হয়। দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকায় পথ চলতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। বিশেষ করে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের দুর্ভোগ আরও বাড়ছে। অনেকেই জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রাস্তার দু'পাশের ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, রাস্তার উপর জমে থাকা জলের কারণে ক্রেতাদের যাতায়াত কমে যাচ্ছে। দোকানে আসতেও অনীহা প্রকাশ করছেন অনেকে। ফলে ব্যবসাতেও প্রভাব পড়ছে। একইভাবে স্কুল পড়ুয়াদেরও প্রতিদিন জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন, কালনা মহকুমা হাসপাতালের



মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার প্রধান রাস্তার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের দায় কে নেবে? প্রতি বছর বর্ষার সময় একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলেও কেন স্থায়ী জল নিকাশির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই সমস্যার বিষয়ে কালনা পৌরসভার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে দ্রুত জল নিকাশির ব্যবস্থা করে রাস্তা স্বাভাবিক করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে বৃষ্টির জল জমে না থাকে, তার জন্য স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

মাদকের বিরুদ্ধে যুব সংসদ বালুরঘাটে ২৫ নভেম্বর জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা

রতন দে, বালুরঘাট, ২০ নভেম্বর ঃ মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বালুরঘাটে আয়োজিত হতে চলেছে বিকশিত ভারত যুব সংসদ। আগামী ২৫ নভেম্বর বুধবার সকাল ১০টা থেকে বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে এই কর্মসূচির জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীন মাই ভারত দক্ষিণ দিনাজপুরের উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিযোগিতার মূল ভাবনা নেশামুক্ত যুব সমাজ বিকশিত ভারত ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সি যুবক- যুবতীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৭ আগস্ট ২০২৬-কে ভিত্তি তারিখ হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিযোগীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ তিন মিনিট বক্তব্য রাখতে হবে। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি-সহ নির্ধারিত ভারতীয় ভাষায় বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকছে। জেলা স্তরে নির্বাচিত তিনজন প্রতিযোগী রাজ্য স্তরের পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন। মাই ভারত দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা যুব আধিকারিক সৌরভ বর্মন জানান যুবকদের মধ্যে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলাই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য। বিশেষ করে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে নেশামুক্ত সমাজ গঠনে যুবকদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হবে। জেলার যোগ্য ও আগ্রহী যুবক-যুবতীদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে মাই ভারত কর্তৃপক্ষ। সরকারি পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যাবে।

বিজ্ঞাপন ও পোস্টারে ঢেকেছে জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার সরকারি দেওয়াল, দৃশ্যদূষণ রুখে সৌন্দর্যায়নের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২০ নভেম্বর ঃ সরকারি দেওয়াল কি বিজ্ঞাপন ও রাজনৈতিক পোস্টার



সাঁটানোর জায়গা? জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার অফিসের দেওয়ালের দিকে তাকালেই উঠছে এমনই প্রশ্ন। বিভিন্ন শুভেচ্ছা বার্তা, রাজনৈতিক দলের পোস্টার থেকে শুরু করে নানা ধরনের বিজ্ঞাপনে কার্যত ঢেকে গেছে পুরসভার অফিসের প্রাচীর। আর তা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, সরকারি দেওয়ালকে বিজ্ঞাপন মুক্ত করে ফিরিয়ে আনা হোক পুরনো সৌন্দর্য। দেড়শো বছরের ও বেশি প্রাচীন জয়নগর-মজিলপুর পুরসভা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত। পুরসভার অফিসের দেওয়ালে শাসক দলের বিভিন্ন শুভেচ্ছা পোস্টারের পাশাপাশি একাধিক বিজ্ঞাপনের পোস্টার ও চোখে পড়ছে। এমনকী বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত পোস্টারও লাগানো রয়েছে সেখানে। সব মিলিয়ে পুরসভার দেওয়ালের স্বাভাবিক সৌন্দর্য কার্যত হারিয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, এভাবে সরকারি দেওয়ালে পোস্টার ও বিজ্ঞাপন লাগানোর ফলে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি দৃশ্যদূষণও বাড়ছে। বাসিন্দাদের দাবি, পুরসভার মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠানের দেওয়াল এভাবে বিজ্ঞাপনে ঢেকে রাখা উচিত নয়। অবিলম্বে সমস্ত রাজনৈতিক পোস্টার ও বিজ্ঞাপন খুলে ফেলে দেওয়াল পরিষ্কার করা হোক। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে কেউ সরকারি দেওয়ালে অনুমতি ছাড়া পোস্টার বা বিজ্ঞাপন লাগাতে না পারে, সেই বিষয়েও পুর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে। এই বিষয়ে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অলোক হালদার বলেন, সরকারি অফিসের দেওয়ালে এভাবে পোস্টার লাগানো ঠিক নয়। স্থানীয় দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে পোস্টারগুলি খুলে ফেলার ব্যবস্থা করবেন বলে তিনি জানান। পাশাপাশি পুর কর্তৃপক্ষের কাছেও সরকারি দেওয়াল বিজ্ঞাপনমুক্ত রাখার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, বিজেপির জয়নগর ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি শংকর চক্রবর্তী বলেন, তাঁদের দলের শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে লাগানো পোস্টার গুলি যাতে দ্রুত খুলে ফেলা হয়, সেই বিষয়ে তিনি উদ্যোগ নিচ্ছেন। এদিকে, পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার জানান, পুরসভার অফিসের দেওয়াল যাতে বিজ্ঞাপনমুক্ত রাখা যায়, সেই বিষয়টি তিনি দেখছেন। এখন দেখার, রাজনৈতিক দলগুলির আশ্বাস এবং পুর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে কবে সরকারি দেওয়ালগুলি পোস্টার ও বিজ্ঞাপনমুক্ত হয়ে ফিরে পায় তার হারানো সৌন্দর্য।

বি. আর. সিং হাসপাতালের মেডিক্যাল বিভাগের উদ্যোগে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন

কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে পূর্ব রেলের বি. আর. সিং হাসপাতালের মেডিক্যাল বিভাগের উদ্যোগে আজ বি. আর. সিং হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে একটি বিশেষ সফট স্কিলস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ফার্মাসিস্ট এবং প্যারামেডিক্যাল কর্মী, বিশেষত নার্সিং সিস্টার ও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। রোগীকেন্দ্রিক পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধিই ছিল এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ দেবাশিস গুহ। উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সহমর্মিতা, কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পেশাগত শিষ্টাচারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর আলোকপাত করেন। পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল চিফ মেডিক্যাল ডিরেক্টর (ACMD)-ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সহজ ও সাবলীল ভাষায় তিনি বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পরামর্শ ও কার্যকর দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল কর্মী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। অংশগ্রহণকারী কর্মীরা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণকে অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করেন। এই উদ্যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্ব রেলের



চিফ পাবলিক রিলেশনস অফিসার শিবরাম মাঝি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কারিগরি দক্ষতার পাশাপাশি সহমর্মিতা এবং স্পষ্ট যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আমাদের পরিষেবার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত প্যারামেডিক্যাল কর্মী ও ফার্মাসিস্টদের আরও দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। এর ফলে রোগীদের সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং পূর্ব রেলের চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে আরও সংবেদনশীল, মানবিক ও উন্নত পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু, জারি বিকল্প যান চলাচলের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বর ঃ মেরামতির জন্য আগামী রবিবার ১৬ ঘণ্টা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু (দ্বিতীয় হুগলি সেতু)। কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই সেতু এবং এর র‍্যাম্প দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে। জনস্বার্থ ও যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স অথরিটির উদ্যোগে বিদ্যাসাগর সেতুর সারাই ও পুনর্বাসনের কাজ চলবে। মূলত সেতুর স্টে এবং হোল্ডিং ডাউন কেবল ও বিয়ারিং বদলানোর কাজের জন্যই এই দীর্ঘ সময় সেতু বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ।

E-Teneder Notice

e-Tenders are invited for Repairing & renovation of dysfunctional toilets work under SSM fund in **N.I.e.T. No.– 06/ S S M / H B D O / 2 0 2 6 - 2 7**. Documents and other details are available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for NIeT up to **14.00 hours** on dated **30/11/ 2026** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Block Development Officer
Hariharpara Dev. Block

JAMALPUR-I GRAM PANCHAYAT
JAMALPUR :: PURBA BARDHAMAN

E-Tender Notice No. NIT-03/ JAM-1/16TH FC Untied / 2026-2027, Dt-20-11-2026 E-Tender are here by invited by the Prodhan, Jamalpur-I G.P. from bonfire contractors to participate in the E-Tender from **21.11.2026 to 30.11.2026.** Date of opening **03.12.2026 at 9.00 AM** for further details. Visit the website **WWW.wbtenders.gov.in** or G.P.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-I Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE PRADHAN JABARRAH-JHAPRA- II NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Fusrabaid,Dist: Purulia

e-TENDER NOTICE

Memo No: 6118/JJ-IIGP/2026 Date: 20 /11/2026 NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-II/ NIT(e)-03 (3 rd call)& 04 (2 nd call)/2026-27 Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra II No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website https://wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Download/Sale: from 19/11/2026 6:00 pm to 26/11/2026 4:00 pm. 2. Date and time of Bid Submission: from 19/11/2026 6:00 pm to 26/11/2026 4:00 pm. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra II no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Fusrabaid, Dist - Purulia

Office of the Block Development Officer Suti-I Development Block
TENDER NOTICE

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 41/SUTI-1/VB-G RAM G-SBM/2026-27/Dev., Date: 19.11.2026 under VB-GRAM-G-SBM-G, vide Memo No: 5298/1(43)/ SUTI-I BDO/VB-G RAM G/Dev., Dated: 19.11.2026, Total No. of Scheme 07 (Seven) no.Last date of Application : 27.11.2026 upto 16.00 pm. 2. NIT No: 40/SSM/2026-27/Dev., Date: 17.11.2026 under SSM, vide Memo No: 5256(41)/SSM/Eng./ Dev., Dated: 17.11.2026, Total No. of Scheme 06 (Six) nos. Last date of Application: 23.11.2026 upto 6.00 pm. Details visit the web site **https:// tenders.wb.gov.in**
All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-Block Development Officer
Suti-I Dev. Block, Ahiran
Murshidabad

Office of the Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad.

e-N.I.T. No. 01/2026-27

e-N.I.T.-01 is invited through on-line by the Prodhan, Chhaighari GP, Daulatabad, Murshidabad. For **01 (One) no. work** under Chhaighari Gram Panchayat from **18.11.2026 to 25.11.2026** N.B.:Details may be obtained from **http://tenders.wb.gov.in** & from this office during office hours.

Prodhan
Chhaighari Gram Panchayat
Daulatabad, Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০০_২০২৬-২৭, ৩০১_ ২০২৬ -২৭, ৩০২_২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/ ২/ হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০০_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** বর্ধমানে ১৫০ শয্যার অতিরিক্ত রানিং রুম নির্মাণ সম্পর্কিত প্রস্তাব। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৭,৩৭,৭১,৭১৪.৪৫ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১৪,৭৫,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০১_২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/ডানকুনির অধীনে (হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ব্রিজ নং ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫৫, ৬০, ৬৩, ৬৭, ৭৪, ৭৫, ৯১, ৯৩, ৯৭, ১০৭, ১১৫-তে) সিমেন্ট গ্রাউটিং, ব্যালাস্ট গার্ড ওয়াল প্রভৃতি সহ ব্রিজ শক্তিশালী করার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬২,৬১,৩৯১.৫১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,২৫,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০২_ ২০২৬-২৭। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি.ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে এইএন/ ডানকুনির অধিক্ষেত্রের অধীনে ভট্টনগর, জনাই রোড, ডানকুনিতে (প্যাসেঞ্জার লাইনগুলিতে) ফাউলিং মার্ক, কাদা অপসারণ, পাথওয়ে এবং পয়ঃপ্রণালির কাজের উন্নয়নের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৩,৬৪,৯৭,৬৫৬.২৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭,৩০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস ক্র. নং. ১ থেকে ৩-এর জন্য। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-455/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত
(জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির আওতায়)
গ্রাম+ পোষ্টঃ- জৌগ্রাম, থানা-জামালপুর, জেলাঃ পূর্ব বর্ধমান, পিনঃ ৭১৩১৬৬

ই টেন্ডার আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি

প্রধান, জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পরিষদ, পিডব্লুডি, সিপিডব্লুডি এবং অনুরূপ অন্যান্য সরকার কর্তৃক নিবন্ধীকৃত কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও অনুরূপ কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এমন ইঞ্জিনিয়ারদের দ্বারা পরিচালিত প্রকৃত সম্পদশালী এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

i) NIT NO.-01/2026-27, Memo No: Jau/777, Dated 19.11.2026
ii) NIT NO.-02/2026-27, Memo No: Jau/778, Dated 19.11.2026

বিস্তারিত শর্তাবলী জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের নোটিশ বোর্ড এবং www.wbtender.com -তে উপলব্ধ। বিস্তারিত জানতে যে কোনো কার্যদিবসে **সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫ টার** মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাক্ষর
প্রধান
জৌগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-এডিডি -সিসিটিভি-২৬, তারিখ ঃ ১৮.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-এডিডি -সিসিটিভি-২৬**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/ সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** শিডিউল-এ - হাওড়া - হাওড়া স্টেশনে অতিরিক্ত সিসিটিভি স্থাপনের প্রস্তাব। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,৭৮,৬৬,৪৩৪.৭২ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,৫৭,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা ৫টা ৩৭ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৭.১১.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১১.১২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps. gov.in**

HWH-452/2026-27

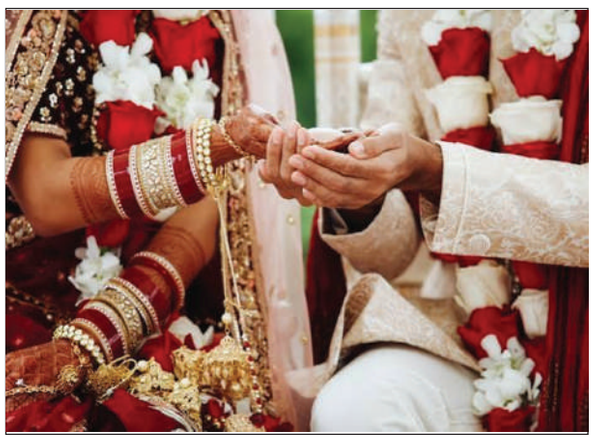
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৯৯_২০২৬-২৭, তারিখ ১৮.১১.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/ হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/এইচকিউ/ হাওড়ার অধীনে এসএসই/ ডব্লু/হাওড়ার অধিক্ষেত্রের অধীনে গুলমোহর কলোনি (০২টি), টিন্ডেল বাগান কলোনি (০১টি), গুডস শেড-এ নিউ কমপ্লেক্স এরিয়া (০১টি) এবং হাসপাতাল এলাকা (০১টি) আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক শক্তিশালী করার কাজ এবং এইএন/২/হাওড়ার অধীনে এসএসই/ডব্লু/ বামনগাছি-র অধিক্ষেত্রের অধীনে বামনগাছি কলোনিতে ০১টি আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক এবং সটিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স-এ ০৩টি আরসিসি ওভারহেড

বিয়ের মরশুমে সবচেয়ে বেশি লাভ কোন ব্যবসায়?



নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ ভারতে বিয়ে মানেই শুধু দুই পরিবারের মিলন নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একাধিক শিল্প ও ব্যবসা। পোশাক, গয়না, ক্যাটারিং, সাজসজ্জা, উপহার, অনুষ্ঠানবাড়ি থেকে শুরু করে পরিবহণ-প্রতিটি ক্ষেত্রেই তৈরি হয় বিপুল চাহিদা। ফলে বিয়ের মরশুম এলেই ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফোটে। CAIT-এর অনুমান অনুযায়ী, এবারের বিয়ের মরশুমে সবচেয়ে বড় ব্যবসা হতে পারে গয়নার বাজারে। শুধুমাত্র সোনা, রুপো এবং অন্যান্য গয়না বিক্রি থেকেই প্রায় ১.২ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। ভারতীয় বিয়েতে গয়নার গুরুত্ব বরাবরই বেশি। কনের গয়না থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজনকে উপহার দেওয়ার জন্য অলংকার কেনার প্রবণতা এই বাজারকে আরও চাঙ্গা করে। অন্যদিকে, বিয়ের পোশাক, সাজসজ্জার সামগ্রী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের বাজার থেকেও প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসার সম্ভাবনা রয়েছে। বেনারসি শাড়ি, লেহেঙ্গা, শেরওয়ানি, ডিজাইনার পোশাক এবং বিভিন্ন ধরনের বিয়ের সামগ্রী কেনাকাটায় এই বিপুল অঙ্কের লেনদেন হতে পারে।

ক্যাটারিং থেকে অনুষ্ঠানবাড়ি, কোথায় কত টাকার ব্যবসা? বিয়ের অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতিথি আপ্যায়নের জন্য একাধিক পদ, বিশেষ মেনু এবং বড়সড় ভোজের ব্যবস্থা করেন অধিকাংশ পরিবার। ফলে বিয়ের মরশুমে ক্যাটারিং ব্যবসার চাহিদাও অনেকটাই বেড়ে যায়। CAIT-এর হিসাব অনুযায়ী, আগামী ২৫ দিনে ক্যাটারিং শিল্পে প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। এছাড়াও বিয়ের উপহার এবং অন্যান্য সামগ্রী কেনাবেচা থেকে প্রায় ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসার সম্ভাবনা রয়েছে। উপহারের তালিকায় রয়েছে গৃহস্থালির সামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, আসবাবপত্র, সাজসজ্জার উপকরণ এবং নানা ধরনের দামি উপহার। বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অনুষ্ঠানবাড়ি, হোটেল ও ব্যাঙ্কোয়েট হলের চাহিদাও তুঙ্গে। বড় থেকে ছোট-সব ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বুকিং চলছে। ক্টক্রুথ-এর অনুমান, এই ক্ষেত্র থেকেই প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হতে পারে। দিল্লিতেই ৫ লক্ষের বেশি বিয়ে, ব্যবসা আড়াই লক্ষ কোটি! দেশের মধ্যে দিল্লি এবং তার সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও বিয়ের মরশুম ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি চলছে। CAIT-এর হিসাব অনুযায়ী, আগামী ২৫ দিনে শুধুমাত্র দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাঁচ লক্ষেরও বেশি বিয়ের অনুষ্ঠান হতে পারে। এর ফলে ওই অঞ্চল থেকেই প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসার সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থনীতিতে বড়সড় প্রভাব ফেলবে বিয়ের মরশুম-শীতের মরশুমে বিয়ের এই বিপুল আয়োজন শুধু বড় ব্যবসায়ীদেরই নয়, উপকৃত করবে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদেরও। ফুল বিক্রেতা, আলোকসজ্জার কর্মী, ডেকরেটর, মেকআপ শিল্পী, ফটোগ্রাফার, পরিবহণকর্মী এবং অস্থায়ী কর্মীদের জন্যও তৈরি হবে কাজের সুযোগ। পাশাপাশি বিয়ের কেনাকাটাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজারগুলিতেও বাড়বে লেনদেন। উল্লেখ্য, ভারতে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সাধারণত বিয়ের একাধিক শুভ দিন থাকে। ফলে এই সময়টিতে বিয়ের অনুষ্ঠান ও কেনাকাটার প্রবণতা বাড়ে। গত বছরও একই সময়ে দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ বিয়ের আয়োজন হয়েছিল। সব মিলিয়ে আগামী ২৫ দিনের বিয়ের মরশুম দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বড়সড় গতি আনতে পারে বলেই মনে করছে CAIT। ৫২ লক্ষ বিয়ে এবং ৭.৫ লক্ষ কোটি টাকার সম্ভাব্য ব্যবসার এই হিসাব বাস্তবে কতটা মেলে, এখন সেটাই দেখার।

স্থায়ী চাকরি পেলেও বিয়ে, বাড়তি দু'বছরের মেয়াদ পেলেও ছাড়

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ প্রথম চার বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এই সময়ে অগ্নিবীরদের কঠোর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি অগ্নিপথ প্রকল্পের কর্মমেয়াদে পরিবর্তনের ঘোষণা সামনে আসার পর থেকেই বিয়ের নিয়ম নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, সংশোধিত ব্যবস্থায় চার বছরের পরেও একাংশ অগ্নিবীরের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছিল, চার বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত কর্মমেয়াদ চলাকালীন তাঁরা বিয়ে করতে পারবেন কি না। সূত্রের দাবি, এই প্রশ্নেরই ইতিবাচক সমাধানের পথে এগোচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নতুন নিয়মে প্রথম চার বছরের কর্মমেয়াদ শেষ হওয়ার পর অগ্নিবীরদের বিয়ের অনুমতি দেওয়ার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। অর্থা, অতিরিক্ত দু'বছরের চাকরি চলাকালীনও বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা থাকার কথা নয়। স্থায়ী চাকরি পেলেও বিয়ে, বাড়তি দু'বছরের মেয়াদ পেলেও ছাড় অগ্নিপথ প্রকল্পের সংশোধিত কাঠামো অনুযায়ী, চার বছরের কর্মমেয়াদ শেষ হওয়ার পর মেধা, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে স্থায়ী সেনাকর্মী হিসেবে নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, বাকি ৭৫ শতাংশ অগ্নিবীরের জন্য অতিরিক্ত দু'বছরের কর্মমেয়াদের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই দুই ক্ষেত্রেই চার বছরের প্রাথমিক কর্মমেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিয়ের অনুমতি দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। অর্থা, যাঁরা স্থায়ী সেনাকর্মী হিসেবে নির্বাচিত হবেন এবং যাঁরা অতিরিক্ত দু'বছরের জন্য কাজ করবেন, উভয় গোষ্ঠীর অগ্নিবীরই এই সুবিধা পেতে পারেন। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সরকারি নির্দেশিকা এবং সংশ্লিষ্ট তিন বাহিনীর সংশোধিত নিয়ম প্রকাশিত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নতুন নিয়মের বাস্তবায়ন এবং তার শর্তাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরকারি বিজ্ঞপ্তিতেই স্পষ্ট হবে। কেন অগ্নিবীরদের জন্য এতদিন ছিল বিয়েতে নিষেধাজ্ঞা? অগ্নিপথ প্রকল্পে সাধারণত সাড়ে ১৭ থেকে ২১ বছর বয়সি যুবক-যুবতীরা অগ্নিবীর হিসেবে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর তাঁদের প্রথম চার বছর প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং সামরিক দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই কারণেই এই সময়ের মধ্যে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হত না। এই নিয়মের ফলে অনেক অগ্নিবীরকে ব্যক্তিগত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে হত। বিশেষ করে চার বছরের কর্মমেয়াদ শেষে চাকরির ভবিষ্য কী হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় বিয়ের পরিকল্পনাও অনেকের কাছে কঠিন হয়ে উঠত। ৪ নভেম্বরের ঘোষণার পর অগ্নিপথে বড় পরিবর্তন-উল্লেখ্য, গত ৪ নভেম্বর অগ্নিপথ প্রকল্পে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করে কেঃদ্রীয় সরকার। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, চার বছরের কর্মমেয়াদ শেষে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরকে স্থায়ী সেনাকর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বাকি ৭৫ শতাংশের ক্ষেত্রে আরও দু'বছরের কর্মমেয়াদ বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে তাঁদেরও স্থায়ী সেনাকর্মী হওয়ার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে অগ্নিপথ প্রকল্পে কর্মমেয়াদ এবং ব্যক্তিগত জীবনের নিয়মে একাধিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে চার বছর পর বিয়ের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে অগ্নিবীরদের কাছে তা বড় স্বস্তির খবর হবে। তবে চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নিয়মের বাস্তবায়ন সম্পর্কে সরকারি ঘোষণার দিকেই নজর থাকবে।

অনিরুদ্ধ পালের লেখা কবিতা 'মনোবীনা'

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতাঃ সম্প্রতি অভিযান পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে অনিরুদ্ধ পালের লেখা একটি কাব্য গ্রন্থ 'মনোবীনা'। বইটিতে রয়েছে চল্লিশটির বেশী কবিতা। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা সেকাল একাল মানবাধিকার ঋতুলীলা, প্রেয়শ্রী বর্ষা, মহান নেত্রী এঞ্জেলিকা, কর্মরহস্য, পথিক, কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানান বিষয়ের উপর কবি ছন্দাকারে সহজ ভাষায় যে কবিতাগুলি লিখেছেন সেগুলি সাধারণ পাঠকদের পড়তে ভাল লাগবে। অনিরুদ্ধ পাল কেবল কবিতা নয়, উপন্যাস, প্রবন্ধ সংকলনও লিখেছেন এই জন্য তিনি বেশ কিছু পুরস্কারও পেয়েছেন। এছাড়া উনি বহুদিন ধরে সমাজসেবার সঙ্গেও যুক্ত।

তৈরি হবে স্ট্রিট ফুড হাব, হকারদেরও পুনর্বাসন?

শিলিগুড়ি, রাজ্যের একাধিক শহরে তৈরি হতে চলেছে স্ট্রিট ফুড হাব। সেখানে এক ছাদের তলায় মিলবে এলাকার জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড। পাশাপাশি, হকারদের পুনর্বাসনের ভাবনাও রয়েছে সরকারের। তাঁদের জন্য দেওয়া হতে পারে বিশেষ ই-কার্ট। অগ্নিমিত্রার দাবি, সারা দেশে ৩০ থেকে ৩৫টি জায়গায় স্ট্রিট ফুড হাব থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে এখনও একটিও নেই। এবার সেই ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। মন্ত্রী জানান, কলকাতা, বিধাননগর, হাওড়া, আসানসোল-দুর্গাপুর এবং শিলিগুড়িতে স্ট্রিট ফুড হাব তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি হাব তৈরিতে আনুমানিক ৪ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। এলাকার জনপ্রিয় খাবার বিক্রেতাদের একই জায়গায় নিয়ে আসা হবে। এর ফলে একদিকে যেমন ক্রেতারা একই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের খাবার পাবেন, তেমনই হকারদেরও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। হকারদের জন্য বিশেষ ই-কার্ট দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। অগ্নিমিত্রার কথায়, বিক্রেতার পেশা ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করে তৈরি হবে এই ই-কার্ট। যেমন, ফুচকা বিক্রেতাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে, তেমনই ফুল বা জামাকাপড় বিক্রেতাদের জন্যও থাকবে পৃথক ধরনের কার্ট। কার্টের উপরে থাকবে সোলার প্যানেল। সেই সৌরশক্তি ব্যবহার করেই ইন্ডাকশনে রান্না করা যাবে। উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসন কি সম্ভব হবে? এই বিষয়ে অগ্নিমিত্রা জানান, টাউন ভেন্ডিং কমিটির তৈরি তালিকা ধরে এগোবে সরকার। কলকাতা ও বিধাননগরের নথিভুক্ত হকারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সরকারি পোর্টালে যাঁদের নাম নথিভুক্ত রয়েছে, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হতে পারে স্বনিধি প্রকল্পের সুবিধা, প্রশিক্ষণ এবং ই-কার্ট। তবে ফুটপাত দখল করে সাধারণ মানুষের চলাচলে বাধা তৈরি করা যাবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন অগ্নিমিত্রা। তাঁর কথায়, হকারদের জীবিকা রক্ষা করতে হবে, পাশাপাশি পথচারীদের চলাচলের অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

NAME CHANGE

I, Suprobhat Sarkar son of Subodh Chandra Sarkar, residing at Vill: Serpur, Ward No.02, P.O-Buniadpur, P.S-Banshihari, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin : 733121, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Suprobhat Sarkar to Suprovat Sarkar and henceforth I shall be known as Suprovat Sarkar in all purpose, vide affidavit no. 3449, sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Buniadpur, Dakshin Dinajpur, on 08/08/2025. **Suprovat Sarkar** and **Suprobhat Sarkar** both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Shahjahan, S/o.- Md Ishaque, R/o.- 4F, Ahiripukur Second Lane, Ballygunge, Kolkata- 700019, W.B. have change my name from Mohammad Shahjahan to Md Shah Jahan, henceforth, shall be known as Md Shah Jahan, vide an affidavit No. 22548, dt. 20.11.2026, in the Court of the Ld. J.M., 1st Class, Sealdah. That, Mohammad Shahjahan, Md Shahjahan & Md Shah Jahan all are same & one identical person.

কেন নতুন করে পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার?
বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তুতি, পাসপোর্ট কি বড় বাধা?



নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ উল্লেখ্য, গত ৯ নভেম্বর দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাছে নতুন পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন শেখ হাসিনা। সেই আবেদনপত্রে নিজের আইনি প্রতিনিধি হিসেবে ব্রিটেনের ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের আইনজীবী স্টিভেন পাওয়েলস কেসিকে নিয়োগের কথা জানিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি, তাঁর হয়ে দূতাবাসে প্রয়োজনীয় আবেদন করার অনুমতিও দিয়েছিলেন। তবে হাসিনার হয়ে কাজ করার বিষয়ে আইনজীবীর কাছে প্রমাণ চেয়েছিল বাংলাদেশ হাইকমিশন। সেই প্রেক্ষিতে এবার প্রয়োজনীয় নথি জমা দিয়েছেন স্টিভেন। ১৯ নভেম্বর পাঠানো চিঠির সঙ্গে শেখ হাসিনার স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্রও সংযুক্ত করেছেন তিনি। অর্থাৎ, হাসিনার হয়ে পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপ করার আইনি অনুমোদন তাঁর কাছে রয়েছে, তা দূতাবাসকে জানানো হয়েছে। আইনজীবীর চিঠিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ফলে এবার বাংলাদেশের দূতাবাস এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তুতি, পাসপোর্ট কি বড় বাধা? ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জেরে ক্ষমতাচ্যুত হন শেখ হাসিনা। এরপর দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন তিনি। সেই সময় থেকেই ভারতে অবস্থান করছেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা এবং বিচারপ্রক্রিয়া চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দেশে ফেরার প্রশ্নটি ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। হাসিনার নতুন পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদনকে সেই প্রেক্ষাপটেই দেখছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। কারণ, বিদেশে অবস্থানরত কোনও নাগরিকের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র ও বৈধ ভ্রমণ নথি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নতুন পাসপোর্টের আবেদন করলেই দেশে ফেরার পথ নিশ্চিত হয়ে যায় না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য আইনি বিষয়ও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ- প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় আঃদোলনকারীদের উপর দমন-পীড়নের ঘটনায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচারপ্রক্রিয়া চলে। শেষ পর্যন্ত ওই ট্রাইব্যুনাল তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেয়। যদিও এই মামলার বিচার ও রায় ঘিরে আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা রয়েছে। একদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ, অন্যদিকে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ভবিষ্য এবং রাজনৈতিক পুনরুত্থান নিয়ে জল্পনা-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল। এর মধ্যেই আগামী ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন হাসিনা বলে খবর সামনে এসেছে। আওয়ামী লীগের ভবিষ্য নিয়েও জল্পনা-বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অবস্থানও এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলটির নেতা-কর্মীদের তপরতা এবং রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। এই আবহে শেখ হাসিনার নতুন পাসপোর্টের আবেদনকে নিছক প্রশাসনিক বিষয় হিসেবে দেখছেন না রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের হাইকমিশন তাঁর আবেদন মঞ্জুর করবে কি না, নতুন পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত দিল্লির বাংলাদেশ দূতাবাসের জবাবের অপেক্ষায় হাসিনার আইনি প্রতিনিধি। সব মিলিয়ে একদিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্যদিকে দেশে ফেরার প্রস্তুতি-দুইয়ের মাঝখানে শেখ হাসিনার পাসপোর্ট সংক্রান্ত এই তপরতা নতুন করে আলোচনার কেঃদ্র উঠে এসেছে। আগামী দিনে ঢাকা ও দিল্লির কূটনৈতিক অবস্থান কোন দিকে এগোয়, এখন সেদিকেই নজর।

রণবীরের 'রামায়ণ' ঘিরে দেশজুড়ে উন্মাদনা! কেরলে যেতে পারেন মোদি

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর ঃ দেশজুড়ে এখন রামায়ণ-চর্চা। রণবীর কাপুর অভিনীত 'রাইজ অফ আ লেজেন্ড' ঘিরে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আগ্রহ। ছবির বক্স অফিস সাফল্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয়, সব নিয়েই চলছে আলোচনা। তবে দর্শকদের বিশেষভাবে নজর কেড়েছে রামায়ণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র জটায়ু। সীতাকে রাবণের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর বীরত্বপূর্ণ লড়াই মন জয় করেছে দর্শকদের। আর এবার সেই জটায়ুকে ঘিরেই নতুন করে আলোচনায় কেরলের জটায়ু আর্থ সেঃটার। সূত্রের খবর, এই বিশেষ পর্যটনকেঃদ্র পরিদর্শনে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। যদিও প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরের দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। রামায়ণের কাহিনিতে জটায়ুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় রাবণের পথ আটকেছিলেন বিশালদেহী পক্ষীরাজ জটায়ু। রাবণের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে একটি ডানা কেটে যাওয়ার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। লোককথা অনুযায়ী, কেরলের কোল্লাম এলাকায় জটায়ুর দেহ পড়েছিল। সেই কাহিনিকে কেঃদ্র করেই সেখানে তৈরি হয়েছে জটায়ু আর্থ সেঃটার। এখানেই রয়েছে পাথর খোদাই করে তৈরি জটায়ুর বিশালাকার মূর্তি। সংশ্লিষ্ট পর্যটনকেঃদ্রের দাবি অনুযায়ী, এটি বিশ্বের বৃহত্তম পক্ষীমূর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম। রামায়ণের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক যোগসূত্রের কারণে বহু পর্যটক এই জায়গায় ভিড় করেন। তবে রণবীর কাপুরের রামায়ণ ছবিকে কেঃদ্র করে নতুন করে এই পর্যটনকেঃদ্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রথমে যাবেন কেঃদ্রীয় মন্ত্রী, তারপর মোদির সফরের সম্ভাবনা-কেঃদ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রথমে জটায়ু আর্থ সেঃটার পরিদর্শনে যেতে পারেন কেঃদ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেঃদ্র সিং শেখাওয়াত। এই সফরের পিছনে রয়েছে আরও একটি বিশেষ পরিকল্পনা। দিল্লিতে আয়োজিত প্রদর্শনীতে জটায়ুর কোনও নিদর্শন বা বিশেষ উপস্থাপনা রাখা যায় কি না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছে কেঃদ্র। সেই উদ্দেশ্যেই প্রথমে জটায়ু আর্থ সেঃটার ঘুরে দেখার পরিকল্পনা রয়েছে কেঃদ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রীর। সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি কেরল সফরে যেতে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোনও তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর বাস্তবায়িত হলে জটায়ু আর্থ সেঃটারের পর্যটন গুরুত্ব আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে রামায়ণকে কেঃদ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব পড়তে পারে কেরলের এই পর্যটনকেঃদ্রেও। জটায়ু আর্থ সেঃটার তৈরি করেছেন প্রখ্যাত প্রস্তরশিল্পী রাজীব আঞ্চাল। পাহাড়ের উপর বিশালাকার পাথরের বুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে জটায়ুর মূর্তি। শুধু মূর্তি দেখাই নয়, পর্যটকদের জন্য এখানে রয়েছে একাধিক আকর্ষণীয় ব্যবস্থা। প্রকৃতির সৌঃদর্য, পাহাড়ি পরিবেশ এবং রামায়ণের পৌরাণিক কাহিনির মেলবন্ধনে জায়গাটি পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের কেঃদ্র হয়ে উঠেছে।

বনসালের ধমক, 'নির্দেশ অমান্যে কড়া শাস্তি'

পাঠাচ্ছেন। নিজে আসছেন না। বিধায়করা না কি খুব ব্যস্ত যে সংগঠনের বৈঠকে আসতে পারছেন না। যদি না আসতে পারেন, তাহলে বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠানোর প্রয়োজন নেই।'' তাঁর আরও সতর্কবার্তা, ''এমন কোনও আচার-আচরণ করবেন না, যাতে দল ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়।'' এদিনের বৈঠকে জনসংযোগে আরও জোর দিতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'সেবাদূত' কর্মসূচিতে নামছে বিজেপি। নিজের জেলা ছেড়ে, নিজের বিধানসভা এলাকা ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে পদ্ম শিবিরের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব। রাতও কাটাতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতাদের। মূলত সরকারি প্রকল্পের সুবিধা কে পাচ্ছেন, কে পাচ্ছেন না, কোথায়, কী সমস্যা হচ্ছে, সমাধান কীভাবে করা যায়, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনতে হবে বিভিন্ন এলাকায় যাওয়া বিজেপি নেতাদের। তবে কোন জেলায় কোন মন্ত্রী যাবেন, কোন বিধায়ক যাবেন, কোন সাংসদ যাবেন, কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যাবেন, তা অবশ্য স্থির করেনি বিজেপি নেতৃত্ব। কোথায়, কতদিন, কীভাবে কাজ করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী-সহ তা এখনও ঠিক হয়নি।

থানায় হাজিরা অভিষেকের, বাইরে বিজেপি-কালীঘাট তৃণমূল সংঘাত

প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, থানার দেওয়া আইনি নোটিসের ভিত্তিতেই অভিষেক থানায় গিয়েছিলেন। সেখানে বিজেপির লোকজন কীভাবে জমায়েত করার অনুমতি পেল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। কুণালের দাবি, এই ধরনের অশান্তির আশঙ্কার কথা জানিয়ে তাঁরা বারবার পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন এবং লিখিত চিঠিও দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও কেন অশান্তি চলতে দেওয়া হল এবং কেন বিজেপিকে থানার সামনে জমায়েত ও হামলা করার সুযোগ করে দিল পুলিশ, তা নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিকল্পিতভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহর কলকাতার রাজনৈতিক পারদ ফের একবার চড়তে শুরু করেছে।

'আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, এটা খুবই

মামলা হতে পারে, এটা জানেন না? আপনার মক্কেল অকারণে সমস্যা তৈরি করছেন। যাঁরা সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা সবাই জানেন, এই সময়কালে কী কী মন্তব্য করছেন। একজন সাংসদ এই ধরনের মন্তব্য করছেন, মানুষের কাছে কী বার্তা যাবে?'' এরপরই বিচারপতি বলেন, ''আদালতের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছেন, এটা খুবই বেদনাদায়ক।'' অন্যদিকে, ডিজে মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে রাজ্য। তখন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য বলেন, ''তদন্তের অগ্রগতি কী? এমন কিছু হয়েছে, যাতে অভিষেকের রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না?'' এরপরই রাজ্যকে বিচারপতি বলেন, ''তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে রিপোর্ট ফাইল করুন। সেই মতো দেখতে চাই।'' তদন্তে অভিষেকের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বিচারপতি বলেন, ''তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, এমন নয়। রক্ষাকবচের মেয়াদ কেন বাড়ানো হবে না, তা নিয়ে আজ আদালত কোনও কারণ দেখছে না।'' এরপরই ডিজে মামলায় অভিষেকের রক্ষাকবচের মেয়াদ ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি।

'আকভান' মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

করেছে সরকার। ১৪৪৪৭ নম্বরে ফোন করে তাঁদের ফসলের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করে সরকারি স্তরে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অন্যদিকে, রাজ্যের কৃষি দফতর সূত্রে খবর, দুর্যোগ কাটিয়ে আবহাওয়ার কিছুটা উন্নতি হলেই রাজ্যজুড়ে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির চূড়ান্ত সমীক্ষা শুরু করা হবে। কোন জেলার ঠিক কতটা পরিমাণ জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোন কোন ফসলের সবথেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে এবং এর ফলে কৃষকদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ঠিক কত - এই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সরেজমিনে সংগ্রহ করে দ্রুত রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধাপে ধাপে ছন্দে ফিরছে এসআরএফটিআই!

হয়েছে, (১) ফিল্ম উইংয়ের ১৭তম ব্যাচের ৬৪ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৬২ জনই এখনও কোর্সের শর্ত পূরণ করে ডিপ্লোমা পাননি। (২) ১৮তম ব্যাচের ৭২ জন পড়ুয়ার মধ্যে ৫৮ জনের কোর্সওয়ার্ক এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। (৩) ইডিএম উইংয়ের ৫ম ব্যাচের ৩৬ জন প

কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধিতে কোপে জয়নগরের মোয়া শিল্প, বাড়লো মোয়ার দাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ২০ নভেম্বর ঃ খাতায় কলমে শীত এলেও নিম্নচাপে শীত থমকে গেলেও শীতের মরশুম মানেই বাঙালির



রসনাতৃপ্তিতে জয়নগরের বিখ্যাত মোয়া ছাড়া অন্য কিছু চলবে না। নলেন গুড়ের মিষ্টি গন্ধ আর কনকচূড় ধানের খইয়ের অপূর্ব স্বাদ- এই দুইয়ের মেলবন্ধনে তৈরি হয় বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় শীতকালীন মিষ্টি। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জয়নগর, বহড়ু ও সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে মোয়া তৈরির প্রস্তুতি। তবে এবারের মরশুমে মোয়া প্রেমীদের পকেটে বাড়তি চাপ পড়তে চলেছে। কারণ, মোয়া তৈরির বিভিন্ন কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ী ও প্রস্তুতকারকরা। জয়নগরের মোয়া তৈরির অন্যতম প্রধান উপকরণ নলেন গুড় এবং সুগন্ধি কনকচূড় ধানের খই। এর পাশাপাশি খোয়া ক্ষীর, গাওয়া ঘি, কাজু, কিসমিস, পেস্তা ও এলাচ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি উপকরণের গুণমানের উপর নির্ভর করে মোয়ার স্বাদ ও মান। কিন্তু কাঁচামালের বাজারদর বাড়তে থাকলে আগের দামে মোয়া বিক্রি করে ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। জয়নগরের মোয়ার আসল আকর্ষণ তার নলেন গুড়। খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে শিউলিরা তৈরি করেন এই বিশেষ গুড়। শীতের আবহাওয়া, রসের পরিমাণ এবং গুড়ের গুণমানের উপর নির্ভর করে মোয়া তৈরির উপযুক্ত নলেন গুড়ের জোগান। ফলে আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন ও এই শিল্পের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অন্যদিকে, কনকচূড় ধানের খইয়ের জোগান নিয়েও প্রস্তুতকারকদের নজর রাখতে হয়। কারণ সাধারণ খই দিয়ে তৈরি মোয়া আর আসল কনকচূড় ধানের খই দিয়ে তৈরি জয়নগরের মোয়ার স্বাদ ও গন্ধ এক নয়। মোয়া প্রস্তুতকারক দের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা। নলেন গুড়, খই, ঘি, ক্ষীর ও অন্যান্য উৎপাদানের দাম বাড়লে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে প্রতি কেজি মোয়ার দামে। পাশাপাশি কারিগরদের মজুরি, প্যাকেজিং এবং পরিবহণ খরচও রয়েছে। ফলে এবারের মরশুমে গুণমান অনুযায়ী মোয়ার দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে জয়নগর বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা। জয়নগরে ৩৬ বছর ধরে মোয়া প্রস্তুত করে চলেছে অভিজ্ঞ মোয়া প্রস্তুতকারক খোকন দাস ও তার পুত্র রাজেশ দাস। তারা বলেন, এবছর মোয়ার সাথে যুক্ত প্রতিটা জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই আমরা মোয়ার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি গুনগতমান বজায় রাখতে। গত বছর কিচমিচ ৩৮০ টাকা কিলো থেকে এবছর ৫২০ টাকা কিলো হয়েছে। এলাচ ৩৪০০ টাকা কিলো থেকে ৪৯০০ টাকা কিলো হয়েছে, একইভাবে ঘৃত কিলো প্রতি ১৫০ টাকা বেড়েছে, কনকচূড় ধানের খই বস্তা পিছু ১০০ টাকা বেড়েছে, খোয়া ক্ষীর কিলো প্রতি ২৮০ টাকা থেকে ৩৮০ টাকা হয়েছে, নলেন গুড় ৪০ শতাংশ বেড়েছে, চিনির দাম কিলো প্রতি ৪২ টাকা থেকে ৭২ টাকা হয়েছে। এছাড়া শিউলি দের মজুরি চারশো টাকা করে বেড়েছে। বেড়েছে মোয়ার বাক্স প্রতি দু টাকা, ব্যাগ পিছু ৫ টাকা। তাছাড়া মোয়ার কারিগরের মজুরি, জ্বালানি ও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই মোয়ার গুনগত মান বজায় রাখতে কিলো প্রতি একশো টাকা করে এবারে জয়নগরের মোয়ার দাম বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। জয়নগরের মোয়া শুধু একটি মিষ্টি নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঐতিহ্য ও অর্থনীতির সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জয়নগর, বহড়ু ও সংলগ্ন এলাকার কয়েক হাজার পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। শিউলি, খই প্রস্তুতকারক, মোয়ার কারিগর থেকে শুরু করে বিক্রেতা ও পরিবহণ কর্মী-শীতের তিন মাসের এই ব্যবসার উপর নির্ভর করে তাদের উপার্জন। ২০১৫ সালে জয়নগরের মোয়া জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে এই বিশেষ মিষ্টির নিজস্ব পরিচিতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিনরাজ্যে ও বিদেশে পৌঁছে যায় এই জয়নগরের মোয়া। উৎসব, পারিবারিক অনুষ্ঠান কিংবা শীতের উপহার হিসেবে ও এর চাহিদা যথেষ্ট। শীতের আমেজে বাঙালির পাতে এবার জয়নগরের মোয়া থাকবে ঠিকই, তবে এবারে সেই মিষ্টি স্বাদ পেতে ক্রেতাদের কিছুটা বেশি দাম গুনতে হবে। তবে ভালো জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া খেতে ও খাওয়াতে খাদ্য প্রেমিকরা সে সবের দিকে নজর দেবে না।

সুরক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২০ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিয়মিত পরিকাঠামো পর্যবেক্ষণ, সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধারাবাহিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে ট্রেন পরিচালনের সুরক্ষা ও নির্ভরযোগ্যতা মজবুত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমগ্র জোনে সুরক্ষিত, বাধাহীন ও দক্ষ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আধুনিক, প্রযুক্তি-আধারিত ব্যবস্থা এবং উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতির গ্রহণ একটি প্রধান অগ্রাধিকার। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিচালনগত সুরক্ষা আরও মজবুত করছে, সম্ভাব্য ঝুঁকি হ্রাস করছে এবং রেলওয়ে পরিকাঠামোর নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করছে। অক্টোবর ২০২৬-এ, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সিগন্যালিং ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কাটিহার ও লামডিং ডিভিশনের প্রতিটিতে ছয়টি করে স্টেশনে, আলিপুরদুয়ার ও রঙিয়া ডিভিশনের প্রতিটিতে চারটি করে স্টেশনে এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনের তিনটি স্টেশনে ক্ল্যাম্প-টাইপ লকিংযুক্ত থিক ওয়েব সুইচ পয়েন্ট মেশিন বসানো হয়েছে। কাটিহার, রঙিয়া ও লামডিং ডিভিশনের সাতটি স্টেশনে সিস্টেম ইন্টিগ্রিটি টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে, পাশাপাশি, সমস্ত ডিভিশনে ৪০টি লেভেল ক্রসিং গেটকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি ব্যাপক সিস্টেম ইন্টিগ্রিটি টেস্টিং অভিযান সম্পন্ন করা হয়েছে। সিগন্যালিং পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এবং লেভেল ক্রসিংগুলিতে সুরক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, লামডিং, আলিপুরদুয়ার ও রঙিয়া ডিভিশনের বিভিন্ন লেভেল ক্রসিং গেটে ৪টি স্লাইডিং বুম চালু করা হয়েছে। এছাড়াও, অক্টোবর ২০২৬-এ ট্যাম্পিং মেশিনের মাধ্যমে



৮৩৫.৮৫ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে মোট কাজের অগ্রগতি ৬,৬০৬.৮৫ ট্র্যাক কিলোমিটার পৌঁছেছে। অক্টোবর ২০২৬-এ ট্যাম্পিং মেশিন মোট ৩৭৬ টি পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর কাজ সম্পন্ন করেছে, যার ফলে এ পর্যন্ত মোট অগ্রগতি ২,৬৭০-এ পৌঁছেছে। ট্র্যাক সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে, আল্ট্রাসোনিক ফ্লু ডিটেকশন (ইউএসএফডি)-এর মাধ্যমে ২,৪২৬.৯৭ ট্র্যাক কিলোমিটার (টিকেএম) ট্র্যাক পরীক্ষা করা হয়েছে, যার ফলে মোট অগ্রগতি ১৫,৮৮১.৫৭ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। এছাড়াও, এই মাসে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসোনিক টেস্টিং (পিএইউটি) প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৮২৪ টি ফ্ল্যাশ বাট (এফবি) ওয়েল্ড পরীক্ষা করা হয়েছে, এর ফলে মোট এফবি ওয়েল্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১২,৫৮৫ পৌঁছেছে। এই পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সুরক্ষিত ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং রেল চলাচলের ক্ষেত্রে সামগ্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার পরিকাঠামোর ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে যাত্রীদের আরও সুরক্ষিত, কার্যকর ও সময়ানুবর্তী ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আগামী ২৪ নভেম্বর বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পূজার বিসর্জন

বনস্পতি দে, হুগলি, ২০ নভেম্বর ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও টানা বৃষ্টির জেরে এ বছর কিছুটা ছন্দপতন ঘটল হুগলির বাঁশবেড়িয়ার ঐতিহ্যবাহী কার্তিক পূজার উৎসবে। আবহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে পূর্বনির্ধারিত সূচি পরিবর্তন করে পিছিয়ে দেওয়া হলো কার্তিক প্রতিমা নিরঞ্জন ও বর্ণাঢ্য বিসর্জন শোভাযাত্রার দিন। বাঁশবেড়িয়া- সাহাগঞ্জ কেন্দ্রীয় কার্তিক পূজা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ২১ নভেম্বরের পরিবর্তে ২৪ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহ্যবাহী বিসর্জন শোভাযাত্রা। গত ১৭ নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে বাঁশবেড়িয়া ও সাহাগঞ্জ জুড়ে শুরু হয়েছিল এই মহোৎসব। এ বছর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা এবং বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পূজা প্রায় একই সময়ে পড়ায় এমনিতেই প্রথম দিকে দর্শনার্থীদের ভিড় তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ছিল। উদ্যোক্তাদের আশা ছিল, চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী নিরঞ্জনের পর বৃহস্পতিবার থেকে বাঁশবেড়িয়ার মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের ঢল নামবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শুরু হওয়া নিম্নচাপজনিত টানা বৃষ্টি সেই আশায় জল ঢেলে দেয়। সারাদিন ধরে চলা দুর্যোগের কারণে বৃহস্পতিবার বাঁশবেড়িয়ার রাজপথ ও মণ্ডপ চত্বর ছিল কার্যত দর্শকশূন্য। টানা বৃষ্টির জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে থিম-নির্ভর পূজা মণ্ডপগুলি। বহু ক্লাবের আলোকসজ্জা ও মণ্ডপসজ্জার সূক্ষ্ম কাজ বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও রাস্তার পরিস্থিতি বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাঁশবেড়িয়া- সাহাগঞ্জ কেন্দ্রীয় কার্তিক পূজা কমিটি সমস্ত পূজা উদ্যোক্তাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই সর্বসম্মতিক্রমে বিসর্জনের দিন পিছোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৪ নভেম্বর বিসর্জন শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে এবং তার আগে ২০ নভেম্বর শুক্রবার পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপগুলি খোলা রাখা হবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং তুলনামূলক কম ভিড় সত্ত্বেও হুগলি জেলা প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তায় কোনো খামতি রাখা হয়নি। মণ্ডপ চত্বর ও সংলগ্ন এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি জরুরি স্বাস্থ্য শিবির এবং অস্থায়ী শৌচালয়ের ব্যবস্থা সচল রাখা হয়েছে।

বর্ধমানে এবিভিপির ছাত্র হুঙ্কার, ১৫ জেলার জমায়েতে শক্তি প্রদর্শন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২০ নভেম্বর ঃ প্রবল বৃষ্টি, জলমগ্ন রাস্তা-প্রতিকূল



আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই শুক্রবার বর্ধমানের রাজপথে ছাত্র হুঙ্কার দিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। গণতন্ত্রের সুরক্ষা ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে আয়োজিত এই মিছিলে মধ্যবঙ্গের প্রায় ১৫ টি সাংগঠনিক জেলা থেকে ছাত্রছাত্রী ও কর্মী-সমর্থকরা যোগ দেন। এবিভিপির দাবি, জমায়েতে অংশ নেন প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী। মিছিলে মহিলা কর্মীদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক কমলেশ সিং বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও ছাত্রযুবদের এই জমায়েত তাদের সাংগঠনিক সংহতির পরিচয়। গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ রক্ষায় ছাত্রযুবরা পথে থাকবেন বলেও জানান তিনি। এদিন আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দিল্লি থেকে রাজ্য-সর্বত্র গণতন্ত্রকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির রাজনীতির বিরুদ্ধেই তাদের এই প্রতিবাদ। এক ছাত্রী বলেন, বৃষ্টি বা কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিই তাদের আন্দোলন থেকে সরাতে পারবে না। সব মিলিয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও এবিভিপির এই সফল মিছিলকে ঘিরে বর্ধমানের রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

আমমোক্তারনামা

সুধীর কুমার সিংহরায়, পিতা- মৃত নগেন্দ্রনাথ সিংহরায়, সাং- হরিদাসনগর, পোঃ- ও থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০১৭ সালে Book-IV, 264 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) দিপালী সিংহ, ২) রূপালী সিংহরায় আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার থানার ৯৫ নং বাসুদেবপুর মৌজাস্থিত এল. আর. আর. এস. ১০১, এল. আর. ১২৭ নং দাগের আর. এস. ৪৩১, এল. আর. ৩৭ নং খতিয়ানের মোট ২ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

আকলিমা খাতুন, স্বামী- আসাদ উল্লা সেখ, সাং- ইসলামপুর, পোঃ- জঙ্গীপুর, থানা-রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৬ সালে Book-1, 11171 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) জামালউদ্দিন সেখ, ২) মনিরুল সেখ, আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন।
উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৩৯ ন পাইকর মৌজাস্থিত এল. আর. ৮৯ নং দাগের এল. আর. ৭৩৩ ও ৭৩৪ নং খতিয়ানের মোট ৫.০৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে।
উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড

CIN : L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত কার্যালয়: ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম তল, কলকাতা-৭০০ ০০১
ইমেল: investors@adinathbio.com, **ওয়েবসাইট:** www.adinathbio.com
টেলিফোন: +91-33-22315718

ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য বিশেষ উইন্ডো

এতদ্দ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, সেবি-র ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)/2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর আগে বিক্রি/ক্রয় করা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন সহজতর করার জন্য **০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭** পর্যন্ত এক বছরের একটি বিশেষ উইন্ডো চালু করা হয়েছে।
নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে যেসব হস্তান্তরের অনুরোধ আগে জমা দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রত্যাখ্যাত / ফেরত দেওয়া / নিষ্পত্তি করা হয়নি, সেগুলির ক্ষেত্রেও এই বিশেষ উইন্ডো প্রযোজ্য হবে।
এই বিশেষ উইন্ডোর প্রযোজ্যতা উল্লিখিত সেবি সার্কুলারে স্পষ্ট করা হয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.adinathbio.com/ -এ পাওয়া যাবে।
এছাড়াও, এইভাবে হস্তান্তরিত সিকিউরিটিজ বাধ্যতামূলকভাবে কেবলমাত্র ডিম্যাট আকারে হস্তান্তরগ্রহীতার অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে এবং হস্তান্তর নিবন্ধনের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক-ইনে থাকবে। উক্ত লক-ইন সময়কালে এই সিকিউরিটিজ হস্তান্তর/লিয়েন-চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না।
যোগ্য বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA), **মেসার্স অ্যাড্রয়েট কর্পোরেট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ঠিকানা: 19-20, জাফরভয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, মাকওয়ানা রোড, মারোল নাকা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-400 059** ফোন: (022) 42270400 ইমেল: info@adroitcorporate.com ওয়েবসাইট: www.adroitcorporate.com-এ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
শেয়ারহোল্ডারদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে যে, শেয়ার ডিম্যাট আকারে থাকলে ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (DP)-এর কাছে এবং ফিজিক্যাল আকারে থাকলে RTA-র কাছে তাঁদের PAN, ইমেল আইডি, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও ব্যাংকের বিবরণ-সহ KYC তথ্য হালনাগাদ করুন।
শেয়ারহোল্ডাররা আমাদের সঙ্গে investors@adinathbio.com-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- **সুনীল কুমার**
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও
DIN: (07777351)
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২০ নভেম্বর, ২০২৬

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Executive Assistant on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/bidders vide NIT reference / memo no. 166/MGP/2026-27, Dated : 18.11.2026 at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is 21.11.2026 at 11.00 hrs and Last date for the online receipt of Tender is 30.11.2026 at 12:00 hrs. Details will be available at the website **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Assistant
Maheshpur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এইচওএলএটিডি-আর-২৬-২৮, তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ কমপ্লেক্স, উত্তর চব্বিশ পরগনা, ডাকঘর ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এইচওএলএটিডি-আর-২৬-২৮। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ০২ (দুই) বছরের মেয়াদের জন্য, যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো স্থানে যখন যেরূপ প্রয়োজন রেলওয়ে সামগ্রী পরিবহনের জন্য সড়কযান ভাড়া নেওয়ার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** জিএসটি সহ ৮৪,২৫,২০৮.৯৫ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ১৪.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ০৭.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে। **প্রদেয় দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,৬৮,৬০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০২(দুই) বছর। **বিজ্ঞাপনের সময়কাল ঃ** ১৪.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ০৭.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **প্রস্তাব দাখিলের সময় ঃ** ০৭.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত-র ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে থেকে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১২.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৯ (উনসত্তর) দিন। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** টেন্ডার ০৭.১২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা বা তার পর খোলা হবে।
MISC-274/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: "Necessary logistic arrangements in connection with 32nd Edition of Kolkata International Film Festival – IT Infrastructure Works" **[Job No. KIT/RW/261 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-146/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 23.11.2026 up to 12.00 PM
2. Name of Work: "Urgent Rennovation and upgradation of Matangini Kaksh (formerly known as Wellesley Suite) and Harichand Thakur Kaksh (formerly known as Dufferin Suite) at Lok Bhavan, West Bengal- IT Infrastructure Works" **[Job No. KIT/RW/262 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-147/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : 23.11.2026 up to 12.00 PM
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 409 **Tender Notice Date: 20/11/2026**
NOTICE INVITING E-TENDER
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 409/11/2026-2027** (Pwd-GovtCell) dated 20/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 07/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 408 **Tender Notice Date: 19/11/2026**
NOTICE INVITING E-TENDER
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 408/11/2026-2027** (PWD) dated 19/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 07/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 407 **Tender Notice Date: 19/11/2026**
NOTICE INVITING E-TENDER
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 407/11/2026-2027** (Pwd-GovtCell) dated 19/11/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in**./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required.
Last date of E-Submission: 05/12/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

NOTICE INVITING TENDER

1. e-Tender Reference No-P-I/64/1514/EO/16th F.C/2026-27, **Dated-06/11/2026** Tender ID: 2026_ZPHD_5084757_1 to 4 has been floated FUND 16TH F.C (2026-27) UNDER PURBASTHALI-I DEV.BLOCK.
2. e-Tender Reference No-P-I/65/1524/EO/VB GRAMG AND SBM (G)/2026-27, **Dated-14/11/2026** Tender ID: 2026_ZPHD_5086160_1 to 6 has been floated 6 nos. scheme VBGRAMG & SBM (G) UNDER PURBASTHALI-I DEV.BLOCK.
3. e-Tender Reference No-P-I/66/1528/EO/16th F.C/2026-27, **Dated-18/11/2026** Tender ID: 2026_ZPHD_5087115_1 to 7 has been floated 7 nos. scheme 16th F.C (2026-27) UNDER PURBASTHALI-I DEV.BLOCK.
Look for detail you may visit **www.tenders.wb.gov.in** and office notice board.

Sd/-
B.D.O/E.O
Purbasthali-I Development Block/P.S
Srirampur, Purba Bardhaman.

শিয়ালদহ ডিভিশনে স্পেশাল ইএমইউ পরিষেবা অব্যাহত

যাত্রীদের সুবিধার্থে, শিয়ালদহ-রানাঘাট-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন-শিয়ালদহ শাখার স্পেশাল ইএমইউ পরিষেবাগুলি ০১.১২.২৬ তারিখ থেকে পরবর্তী ওয়ার্কিং টাইম টেবিল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (১) সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত স্পেশাল পরিষেবা হিসাবে ৩১৬২৯ আপ শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকালের কৃষ্ণনগর সিটি জংশন (কেএনজে) পর্যন্ত বর্ধিত পরিষেবা। (২) সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত স্পেশাল পরিষেবা হিসাবে ৩১৬১৪ ডাউন রানাঘাট-শিয়ালদহ লোকালের রানাঘাটের পরিবর্তে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন (কেএনজে) থেকে যাত্রা শুরু। পূর্বের বিজ্ঞাপিত সময়সূচীতে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি বজায় থাকবে। **দ্রষ্টব্য: (i)** ৩১৬২৯ আপ শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকাল শনি ও রবিবারে বর্তমান সময়সূচী অনুযায়ী চলবে। **(ii)** ৩১৬১৪ ডাউন রানাঘাট-শিয়ালদহ লোকাল রবিবারে বর্তমান সময়সূচী অনুযায়ী চলবে। **ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ**

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ৩০৪_২০২৬-২৭, তারিখ ১৯.১১.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি পন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছাড়তেই লুফে নিল সৌরভের দিল্লি, বড় দায়িত্বে জয়বর্ধনে

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২০ নভেম্বরঃ গত দুই মরশুমে ব্যর্থতার জন্য চাকরি গিয়েছে মাহেলা জয়বর্ধনের। হেড কোচের পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আর সেই সুযোগটা হাতছাড়া করেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। এ বার নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন জয়বর্ধনে। দিল্লি ক্যাপিটালসের মহিলা দলের ক্রিকেট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিলেন তিনি। শুক্রবার ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খবর জানানো হয়েছে। ২০২৭ সালের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের আগে দিল্লির দল পরিচালনা এবং স্ট্র্যাটেজি সাজানোর দায়িত্বে থাকবেন তিনি। চার বার ফাইনালে উঠেও ডব্লুপিএল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি দিল্লি। এ বার জয়বর্ধনের সামনে চ্যালেঞ্জ সেই খরা কাটানোর। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কোচ হিসেবে যথেষ্ট সাফল্য রয়েছে জয়বর্ধনের। ২০১৭ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেড পর্যন্ত কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম চার মরশুমের মধ্যে তিনবার দলকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেন তিনি। ২০২২ সালে হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়ার পরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের গ্লোবাল হেড অফ পারফরম্যান্স পদে কাজ শুরু করেন জয়বর্ধনে। বিভিন্ন লিগে ফ্র্যাঞ্চাইজির দলগুলির ক্রিকেটীয় কার্যকলাপ সামলানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর উপরে। ২০২৫ সালের আইপিএল-এর আগে মার্ক বাউচারের জায়গায় ফের মুম্বইয়ের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। সে বার দল কোয়ালিফায়ার-২ পৌঁছলেও ২০২৬ সালে নবম স্থানে শেষ করে। এর পরেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মুম্বই। ডব্লুপিএল-এর প্রথম চারটি এডিশনেই ফাইনালে উঠেছে দিল্লি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এক বারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। এ বার সেই অধরা ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে জয়বর্ধনের উপরে ভরসা রাখছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। টিমের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা, স্কাউটিং অর্থাৎ প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করা এবং প্লেয়ার ও কোচিং স্টাফদের উন্নতির বিষয়গুলি দেখবেন জয়বর্ধনে। দিল্লির হেড কোচ জোনাথন ব্যাটি ও ক্যাপ্টেন জেমাইমা রডরিগেজের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। অবশ্য দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে আগেও যোগ ছিল জয়বর্ধনের। আইপিএল-এ ২০১২ ও ২০১৩ মরশুমে দিল্লির হয়ে খেলেছিলেন তিনি।

চার্চিলের বিরুদ্ধে নেই মিগুয়েল, সুহেলের ফর্মে স্বস্তি বাগান কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ নভেম্বরঃ প্রথম ম্যাচে হারের পরে টানা চার ম্যাচে জয়। আইএসএল-এ পয়েন্ট টেব্লের শীর্ষে মোহনবাগান। ২৯ নভেম্বর মর্যাদার ম্যাচ কলকাতা ডার্বি। তার আগে রবিবার চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে নামবে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। আন্তর্জাতিক বিরতির পরে যাতে দলের ছন্দপতন না ঘটে সেটা নিশ্চিত করার জন্য চার্চিলের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক মোহনবাগানের হেড কোচ পানোস। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে সেই সুরই শোনা গেল তাঁর গলায়। চোটের জন্য এই ম্যাচেও মিগুয়েলকে পাবে না মোহনবাগান। তবে পানোসকে ভরসা জোগাচ্ছে তরুণ স্ট্রাইকার সুহেল আহমেদ ভাটের দুরন্ত ফর্ম। সাফ-এ ভারতের হয়ে নজর কাড়ার পরে মোহনবাগানের প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন সুহেল? কী জানালেন পানোস? সাফ কাপে ভারতের হয়ে দারুণ ছন্দে ছিলেন সুহেল। অধিকাংশ ম্যাচেই স্কোরশিটে নাম তুলেছেন তিনি। কিন্তু আইএসএল-এ তারকাখচিত মোহনবাগানের প্রথম একাদশে নিয়মিত নন। এ বার বদলাবে ভাগ্য? সেই ইঙ্গিত দিলেন কোচ পানোস। সুহেলের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল তাঁর গলায়। বললেন, ''সুহেল দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। ডুরান্ড কাপ ও কলকাতা লিগে অনেকটা গেম টাইম পেয়েছে ও। আইএসএল-এ নর্থইস্টের বিরুদ্ধে স্কোরলাইন যখন ০-০, তখনও লিস্টনের বদলে সুহেলকে নামিয়েছিলাম। ফিনিশিং আরও ভালো করার জন্য ও কঠোর পরিশ্রম করছে। সঠিক সময়ে খেলার সুযোগ পাবে ও।'' চার্চিলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে মিগুয়েলকে পাবে না মোহনবাগান। এখনও ফিট নন তিনি। আগামী সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরতে



পারেন এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার, এমনটাই জানালেন পানোস। তবে এই আন্তর্জাতিক বিরতিতে বেশ কয়েকজন প্রধান ফুটবলার পুরো ফিট হয়েছেন যা স্বস্তি দিয়েছে মোহনবাগানের কোচকে। তালিকায় আছেন আপুইয়া, জেমি ম্যাকলারেন ও লি এরউইন। সম্প্রতি একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছে মোহনবাগান। ওই ম্যাচের পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই যে চার্চিলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশ বেছে নেবেন, সেই ইঙ্গিত দিলেন পানোস। বললেন, ''সোমবার প্রস্তুতি ম্যাচে প্লেয়ারদের ৪০ থেকে ৬০ মিনিট খেলার সুযোগ দিয়েছি যাতে ম্যাচ ফিটনেস থাকে। সেটা দেখেই রবিবারের ম্যাচের দল নিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছি। আমার বিশ্বাস, লিস্টন বা কিয়ান- যাকেই খেলাই না কেন, সে ভালো পারফর্ম করবে।'' মোহনবাগান সমর্থকদের চিন্তা বাড়াচ্ছে একটি বিষয়। নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার আলবার্তো তিনটি হলুদ কার্ড দেখেছেন। চার্চিল ম্যাচে কার্ড দেখলে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না তিনি। তবে এখন থেকেই ডার্বি নিয়ে ভাবতে নারাজ পানোস। বরং অ্যাওয়ে ম্যাচে চার্চিলের বিরুদ্ধে নামার আগে সতর্ক তিনি। চলতি আইএসএল-এ চার ম্যাচ খেলে মাত্র একটায় জিতেছে গোয়ার এই ক্লাব। তবে তাদের নড়বড়ে ডিফেন্সের সুযোগ নিয়ে গোলসংখ্যা বাড়ানোর বদলে তিন পয়েন্ট তুলে ফেরাই প্রধান লক্ষ্য মোহনবাগানের। চার্চিলের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে নজর থাকবে 'ঘরের ছেলে' লিস্টন কোলাসোর উপরেও। তবে এই নিয়ে বাড়তি চাপ নিতে চাইছেন না লিস্টন নিজে। বরং চেনা মাঠে খেলা উপভোগ করতে চান তিনি। বললেন, ''আমার উপরে কোনও চাপ নেই। নিজের ঘরে ফিরছি। এফসি গোয়া ডেভেলপমেন্ট টিমে যাঁরা পুরনো সতীর্থ ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই নামব রবিবার। তাই খেলাটা উপভোগ করতে চাই।'' এখন দেখার গোয়া থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে পারে কি না মোহনবাগান।

সকালে কিউয়ি শাসন, বিকেলটা আকাশের!

ওয়েলিংটনে যশস্বী-রাহুলের ব্যাটে পাল্টা মার ভারতের

সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২০ নভেম্বরঃ ওয়েলিংটনে দিনের শুরুটা নিউজিল্যান্ডের, কিন্তু শেষে চালকের আসনে ভারত। বেসিন রিজার্ভে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে কিউয়িদের ৩৬৮ রানের জবাবে ১ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে স্বস্তিতে টিম ইন্ডিয়া। যশস্বী জয়সওয়ালের ঝোড়ো ৮৫ ও লোকেশ রাহুলের অপরাজিত অর্ধশতরানে প্রথম ইনিংসে ব্যবধান কমে দাঁড়িয়েছে ২০৯ রানে। তার আগে মধ্যাহ্নভোজের পর পেসারদের দাপটে একপ্রান্তে ১৭৫ রানে অপরাজিত থেকেও সতীর্থদের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পেলেন হেনরি নিকোলস। ৫ উইকেটে ২৪৩ রান নিয়ে দিন শুরু করে সকালের সেশনে ভারতীয় বোলারদের শাসন করেন নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপস। ষষ্ঠ উইকেটে ওঠে ২১৬। আকাশ দীপের থ্রো হেলমেটে লাগায় কনকাশন পরীক্ষা দিতে হলেও দমেননি ফিলিপস। ৮৭তম ওভারে দ্বিতীয় টেস্ট শতরান পূর্ণ করেন তিনি। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে এক বছরে একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিন ফরম্যাটেই





শতরানের নজির গড়লেন ফিলিপস (সব মিলিয়ে নবম)। তবে ৯৪তম ওভারে জসপ্রীত বুমরাহর বদলে বল হাতে বাজিমাত আকাশ দীপের। তাঁর দুর্দান্ত ডেলিভারিতে ১১৮ রানে (২১৬ বল) বোল্ড হন ফিলিপস। মধ্যাহ্নভোজে কিউয়িদের স্কোর ছিল ৩১৮/৬। বিরতির পর প্রথম বলেই নাথান স্মিথকে (১৪) এলবিডব্লিউ করেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ (১/১০০)। প্রিয় ময়দানে ১৫০ পেরিয়ে নিকোলস লড়লেও উল্টোদিকে ধস নামে। মাত্র ৫০ রানে পড়ে শেষ ৪ উইকেট। ৫৩ রানে ৩ উইকেট নেওয়া আকাশ দীপ ফেরান কাইল জেমিসনকে (১১)। বুমরাহকে (৪/৯২) তিনটি চার মারলেও ওই ওভারেই ম্যাট হেনরিকে (১) এলবিডব্লিউ হতে দেখেন নিকোলস। পরের ওভারে জেকব ডাফিকে (৪) ফিরিয়ে ইনিংস শেষ করেন অভিষেককারী অংশুল কম্বোজ (২/৬৯)। ৩৩৫ বলে ২১টি চার-সহ ১৭৫ রানে অপরাজিত থেকে যান নিকোলস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হেনরি ও জেমিসনের নিখুঁত বোলিংয়ে পঞ্চম ওভার পর্যন্ত রানের খাতাই খোলেনি ভারত। চায়ের বিরতির আগে দু'বার বাঁচেন রাহুল-একবার জেমিসনের বলে ব্যাটের হালকা কানায় লাগে, পরের বার সপ্তম ওভারে হেনরির ডেলিভারিতে টম ল্যাথাম রিভিউ না নেওয়ায়। চা-পানের সময় স্কোর ছিল ১৬/০। শেষ সেশনে অবশ্য খোলস ছেড়ে বেরোন যশস্বী জয়সওয়াল। জেকব ডাফিকে (০/৭২) নিশানা করে ৬৬ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১৩০। ২৮তম ওভারে হেনরির (১/৪৩) বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে ৮৯ বলে ৮৫ রানে (১৬টি চার) থামেন জয়সওয়াল। তবে রাহুল অনড়। ১১৬ বলে ৫২ রানে অপরাজিত তিনি, সঙ্গী দেবদত্ত পাড়িক্কল (১৬)। আগামিকাল ব্যাটিং-সহায়ক পিচে বড় লিডের লক্ষ্য নিয়ে নামবে ভারত।

দুশ্চিন্তা ছাড়ো, লড়াই উপভোগ করো! খেতাবরক্ষার লড়াইয়ের আগে গুকেশকে গুরুমন্ত্র আনন্দের

সংবাদ সংস্থা, বুদাপেস্ট, ২০ নভেম্বরঃ আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। ২৪ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় শুরু হচ্ছে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ। খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে ভারতের ডি গুকেশের সামনে উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভ। দু'জনেরই বয়স কুড়ি-দাবার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। তবে মহারণের আগে ফর্ম নিয়ে বেকায়দায় গুকেশ। এই আবহে শিষ্যকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে খেলা উপভোগ করার দাওয়াই দিলেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ। ২০২৪-এ ডিং লিরেনকে হারিয়ে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই ছন্দ হারিয়েছেন গুকেশ। চলতি বছরে প্রাগ মাস্টার্স, নরওয়ে চেস ও চেন্নাই গ্র্যান্ড মাস্টার্সে সবার শেষে থেকে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে গিয়েছেন ২৬ নম্বরে (রেটিং ২৭১০)। ক্লাসিক্যাল দাবায় সিন্দারভের বিরুদ্ধে ০-২ পিছিয়ে তিনি, খোদ ম্যাগনাস কার্লসেনও এগিয়ে রাখছেন উজবেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে। টোটাল চেস ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ট্যুর পাইলটের ফাঁকে আনন্দ বলেন, ''ওকে বলেছি,



মাঝেমধ্যে সব ছেড়ে হালকা থাকা ভাল। দুশ্চিন্তা করে কিছু বদলানো যায় না। পাঁচ-ছ'বছর ধরেই এটা বলছি। ১৮ বা ২০ বছর বয়সে আমিও ওর মতো ভাবতাম। কিন্তু একটা সময়ের পর দুশ্চিন্তায় পারফরম্যান্স বাড়ে না, বরং খেলাটা উপভোগ করাই শ্রেয়।'' গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি, প্রজ্ঞানন্দ ও বৈশালী-আনন্দের অ্যাকাডেমির এই চার তারকা 'ভিশিস কিডস' নামে পরিচিত। অন্যদিকে, রুস্তম কাসিমঝানভের কোচিংয়ে উঠে এসেছে উজবেকিস্তানের সোনালি প্রজন্ম আনন্দের মতে, ভারত ও উজবেকিস্তানের পাশাপাশি তুরস্কের তরুণ দাবাড়ুরাও দারুণ উঠে আসছে। কম্পিউটারের যুগেও অভিজ্ঞ মেন্টরের পরামর্শ জরুরি বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি, আগামী বছর জু ওয়েনজুনের বিরুদ্ধে মহিলা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে আর বৈশালীর ফর্মেও খুশি আনন্দ। ট্যুর পাইলটে সর্বনিম্ন রেটিংয়ের দাবাড়ু হয়েও ব্লিজে ওয়েসলি সো, হান্স নিয়েম্যান এবং ফাস্ট ক্লাসিক্যালে অর্জুনকে হারিয়েছেন বৈশালী। আনন্দের মতে, এই কঠিন লড়াই বৈশালীকে আত্মবিশ্বাস জোগাবে এবং নিজের খামতিগুলো শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেবে। জেনেভার ফন্ডেশন মার্টিন বডমারে ১৪টি ক্লাসিক্যাল গেমের লড়াইয়ে যিনি আগে ৭.৫ পয়েন্ট পাবেন, তিনিই চ্যাম্পিয়ন। ড্র হলে ১২ ডিসেম্বর টাইব্রেকার। মোট পুরস্কারমূল্য ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ২৩.৩৭ কোটি টাকা)। ম্যাচ দেখা যাবে ফিডে-র ওয়েবসাইট ও ইউটিউবে।

'সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক খোয়াজা'

আক্রমণে ডিভিলিয়ার্স! বোর্ডকে ধুয়ে দিলেন ক্লার্ক, সরব আক্রম-স্টেইন-আথরটনও

সংবাদ সংস্থা, সিডনি, ২০ নভেম্বরঃ স্যান্ডপেপারগেট বিতর্কের আগুনে এবার ঘি ঢাললেন বিশ্বক্রিকেটের প্রাক্তন রথী-মহারথীরা। আত্মজীবনীতে উসমান খোয়াজার বিস্ফোরক দাবি এবং সংবাদপত্রে ক্যামেরন ব্যানক্রফটের কলমের পর উত্তাল ক্রিকেট দুনিয়া। এই আবহে খোয়াজাকে সরাসরি 'বিশ্বাসঘাতক' বলে আক্রমণ শানালেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার ফ্যানি ডিভিলিয়ার্স। অন্যদিকে, একগুচ্ছ 'ভিন্ন সত্য'র তত্ত্ব উড়িয়ে পূর্ণ সত্য প্রকাশ্যে আনার দাবি তুললেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। রেডিও স্টেশন 'এফএম ৯১.৩'-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্ষোভে ফেটে পানে ডিভিলিয়ার্স। তাঁর কথায়, ''৪০-৫০ বছর ক্রিকেট দেখছি, খোয়াজা সম্ভবত আমার দেখা সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। ও দলের সব আচরণবিধি ভেঙে সতীর্থদের বিক্রি করে দিয়েছে।'' প্রাক্তন প্রোটিয়া পেসারের মতে, পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটকে ফের কলঙ্কিত করলেন খোয়াজা। সুর চড়িয়েছেন ওয়াসিম আক্রমও। তাঁর যুক্তি, অর্ধেক পুরনো বলে শিরীষ কাগজ ঘষলে দাগ সম্পূর্ণ আলাদা হয়-যা বোলারদের নজর এড়ানো অসম্ভব। আবার প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল ভনের চোখে গোটা বিষয়টাই 'জঘন্য তামাশা'। তাঁর আশঙ্কা, চ্যাড সেয়ার্সের পর আরও অনেকে মুখ খুললে এই বিতর্ক অনন্তকাল চলবে, পূর্ণ সত্য অধরাই থাকবে। আরেক প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক মাইকেল আথারটনের বিশ্লেষণ, জনমত এখন ব্যানক্রফটদের দিকে ঝুঁকছে। ফলে



বর্তমান অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। ওদিকে, ক্রিকেটারদের মন খুলে কথা বলার জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া 'সেফ স্পেস' ফোরাম গড়ার কথা বলতেই এক্স হ্যান্ডেলে কটাক্ষ ডেল স্টেইনের। তাঁর খোঁচা, ''এ তো অনেকটা পুলিশের কাছে অপরাধ কবুল করে সারা জীবন অপরাধী তকমা না পাওয়ার আশা করার মতো!'' বিতর্কের কেন্দ্রে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গের মন্তব্য-বোর্ড নাকি 'নিখুঁত সত্য' খুঁজছে না, একেক জনের বয়ান একেক রকম হতেই পারে। খোয়াজাও সম্প্রতি এবিসি-র এক সাক্ষাকারে 'আমার সত্য' শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। বৃহস্পতিবার নিজের 'বিয়ন্ড ২৩' পডকাস্টে এই দ্বিচারিতা নিয়ে বিস্ফোরক মাইকেল ক্লার্ক। তাঁর সাফ কথা, ''সত্যি একটাই হয়, দু'রকম বা মিশ্র সত্য বলে কিছু নেই। অপরাধের চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরের মিথ্যাচার। মানুষ আসল সত্যিটা জানতে চায়।'' বুধবার 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান' সংবাদপত্রে ব্যানক্রফটের কলাম প্রকাশের পর বোর্ডের প্রস্তাবিত ফোরাম শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি ক্লার্কের। তাঁর কথায়, ''ব্যানক্রফট ওই ফোরামটাই শেষ করে দিল।'' গত শুক্রবার ৬৮ মিনিটের সাংবাদিক বৈঠকে কামিন্স এবং তাঁর সতীর্থ পেসাররা বল বিকৃতির কথা না জানার দাবিতে অনড় থাকলেও, ডেভিড ওয়ার্নারের সমর্থনপুষ্ট খোয়াজা ও ব্যানক্রফটের তোপে রীতিমতো কোণঠাসা অজি শিবির। আর তাই বিতর্কের আঁচ এখনই থামার কোনও লক্ষণ নেই।

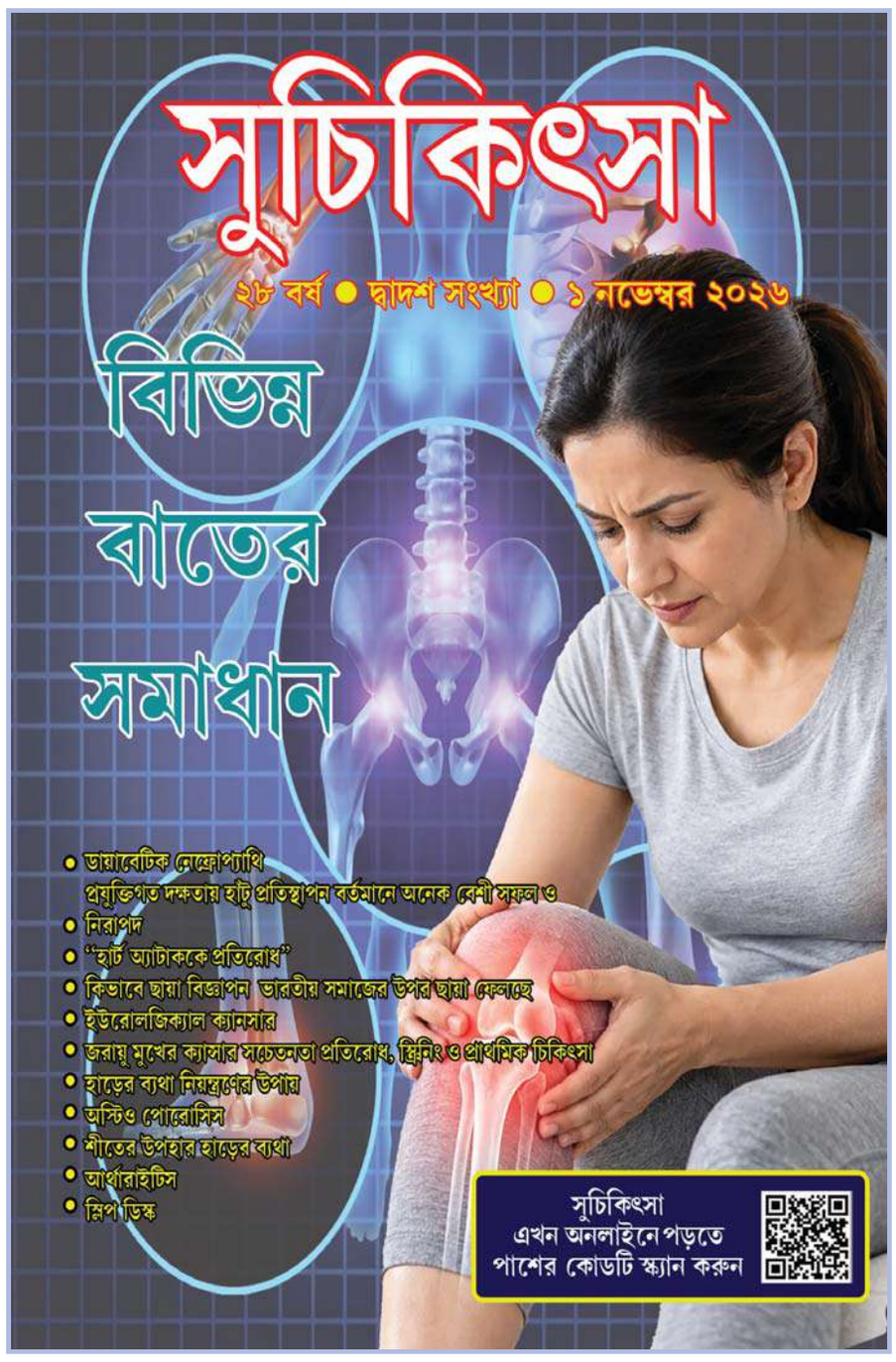
মেসির ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন নিকো পাজ, গায়ে লাগবে তো

নিজস্ব প্রতিবেদন

বড় ভাইয়ের পুরোনো জামা ছোট ভাইয়ের গায়ে ঢলঢলে হয়ে ঝুলে থাকে। আস্তিন হাতের চেয়ে লম্বা, কাঁধ নেমে এসেছে কনুইয়ের দিকে। মা বলেন, 'আরেকটু বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে।' ছোট ভাই তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামাটা একটু টেনেটুনে দেখে। আনন্দ ও অস্বস্তি, দুটোই একসঙ্গে। আর্জেন্টিনার ১০ নম্বর জার্সিটা এখন ঠিক এমন এক জামা। আগে যিনি পরতেন, সেই লোকটার নাম লিওনেল মেসি। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। জার্সিটা এখনো কেউ পাননি। তবে যিনি পাবেন বলে মোটামোটি নিশ্চিত, তাঁর নাম নিকো পাজ। দেশের জার্সিতে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে ৫ গোল করেছেন, করিয়েছেন আরও ১টি। কোস্টারিকার বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে জোড়া গোলের পর মনে হচ্ছে, আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি বেশি দিন আর ১০ নম্বর জার্সিটা ফাঁকা রাখবেন না। পাজের বয়স ২২। ইউরোপের সবচেয়ে আলোচিত তরুণদের একজন। জন্ম স্পেনের তেনেরিফেতে। বাবা পাবলো পাজ ১৯৯৮ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলেছেন। ছেলে বড় হয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদে। তিন বছর কাটিয়েছেন রিয়ালের রিজার্ভ দল কাস্তিয়ায়। মূল দলে ঢোকার দরজাটা একটু খুলে আর খোলেনি। ২০২২ সালের জানুয়ারিতে রিয়ালের রিজার্ভ দলে অভিষেক হয়েছিল পাজের। আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হলো এর কয়েক মাস পর। রিয়ালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন মাত্র আট ম্যাচ। ২০২৪ সালের আগস্টে তাই প্রায় ৬০ লাখ ইউরোতে চলে গেলেন ইতালির ক্লাব কোমোতে। চুক্তিতে অবশ্য পাজকে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ রেখেছিল রিয়াল। কোমোর দায়িত্বে তখনো সেস্ক ফ্যাব্রেগাস। বার্সেলোনা, আর্সেনাল ও চেলসির প্রাক্তন মিডফিল্ডারের জন্য সেটাই ছিল কোচ হিসেবে প্রথম বড় কাজ। পাজ বলছেন, ''তিনি আমাকে প্রায় সবকিছুই শিখিয়েছেন।'' উয়েফাকে এ বছরের শুরুতে পাজ আরও বলেছিলেন, ''আমি এখানে এসেছিলাম কাস্তিয়া (রিয়াল মাদ্রিদের যুবদল) থেকে, তরুণ খেলোয়াড় হিসেবে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে কয়েকটা ম্যাচ খেলেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি নিচের ডিভিশনের একজন রিজার্ভ দলের খেলোয়াড়ই ছিলাম। এখানে এসে শীর্ষ লিগ সিরি আ-তে খেলতে পেরে একজন খেলোয়াড় ও একজন মানুষ, দুভাবেই অনেক বেড়েছি, উন্নতি করেছি।'' আর এ জন্য ফ্যাব্রেগাসকেই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দিয়েছেন পাজ, ''সবই সেস্কের জন্য, যিনি আমাকে বিশ্বাস করেছেন এবং এখানে এনেছেন। প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে নিজের মতো খেলতে দিয়েছেন, অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন। আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। আজ আমি যে রকম খেলোয়াড় হয়েছি, তার সবই ওঁর জন্য।'' সংখ্যাও বলছে, পাজের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। কোমোর হয়ে ৮৯ ম্যাচে করেছেন ২৫ গোল, করিয়েছেন আরও ২৫টি। চলতি মরসুমেই ১৪ ম্যাচে ৬ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট। আর্সেনাল ও চেলসির মতো ক্লাবের আগ্রহ তৈরি হওয়াটাও তাই অস্বাভাবিক নয়। শেষ পর্যন্ত জটিল এক চুক্তিতে মাদ্রিদ এই গ্রীষ্মে পাজের ওপর পূর্ণ অধিকার কোমোকে ছেড়ে দিয়েছে, প্রায় ৬ কোটি ইউরোতে। তবে ২০২৭ সালে ৮ কোটি ইউরোতে তাঁকে ফিরিয়ে নেওয়ার একটা ধারাও তারা রেখে দিয়েছে। মেসির সঙ্গে তুলনা যে কারও জন্য নিষ্ঠুর, সন্দেহ নেই। তবু আর্জেন্টিনার যেকোনো সৃজনশীল তরুণকে এই পরীক্ষা দিতে হয়। পাজের বেলায় তা আরও অনিবার্য, কারণ তাঁর গায়ে ওই ১০ নম্বর জার্সিই উঠতে যাচ্ছে। পরিসংখ্যানের আয়নায় দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করালে ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ২১ বছর বয়সে বার্সেলোনার হয়ে ২০০৮-০৯ মরসুমে লিগে ৩৪টি গোলে অবদান ছিল মেসির। ২৩ গোল, ১১ অ্যাসিস্ট। সে মরসুমেই বার্সেলোনা জিতেছিল চ্যাম্পিয়নস লিগ। ফাইনালে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোলও করেছিলেন মেসি। পাজের ২১ বছর বয়সের মরসুমে কোমো তখন চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছে। সেই যাত্রায় বড় ভূমিকা ছিল তাঁর। লিগে ১২ গোল, ৬ অ্যাসিস্ট, মোট ১৮ গোলে অবদান। দুজনের প্রতি ৯০ মিনিটে শট



নেওয়ার সংখ্যাও কাছাকাছি ছিল। মেসির ৪.০৮, পাজের ৩.৭৮। কিন্তু সেখানেই মিলের শেষ। প্রতি ৯০ মিনিটে সুযোগ তৈরি করায় মেসি এগিয়ে ছিলেন অনেকটা। মেসির ২.৫৮, পাজের ১.৫৯। ড্রিবলিংয়েও একই ছবি। প্রতি ৯০ মিনিটে মেসির সফল ড্রিবল ৩.৭৯টি, পাজের ২.১৫টি। সংখ্যাগুলো নতুন কিছু বলছে না, জানা কথাটাই আবার বলছে। মেসির হুবহু বিকল্প বলে এই পৃথিবীতে কিছু নেই। কারণ, মেসি একজনই। পাজ লম্বা, গতিতে একটু ধীর। ছোট জায়গায় বিস্ফোরণের বদলে তিনি ঘুরে গিয়ে বা পাক খেয়ে জায়গা বানান। আর্জেন্টিনায় এখন তাঁকে খেলতে হচ্ছে ডান প্রান্তে। কোমোতে স্ট্রাইকারের ঠিক পেছনে যে স্বাধীনতা পান, জাতীয় দলে তা নেই। তাঁর দারুণ প্রথম টাচ, বাঁ পায়ের জোরালো শট, অসাধারণ দূরদৃষ্টি, ভিড়ের মধ্যে বল ধরে রাখার ক্ষমতা। কিন্তু এসবের মধ্যে আরেকটা জিনিস কম আলোচিত সেটা হলো পজিশনিং। সতীর্থ আর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়েরা কোথায় আছেন, সেটা দেখে নিজেকে কখন কোথায় সরাতে হবে, সেটা তিনি বোঝেন। কোমো কোচ ফ্যাব্রেগাসের পুরো খেলাটাই তৈরি হয় পাজের এই নড়াচড়া কেন্দ্র করে। পাজ ড্রিবল করে প্রতিপক্ষকে ছিঁড়ে ফেলার খেলোয়াড় নন। সবাইকে ছিটকে দিয়ে বেরিয়ে যান না সাধারণত। প্রায় ছয় ফুট উচ্চতার কারণে ছোট জায়গায় হুট করে ছুটতে পারেন না। তাই দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ক্ষিপ্র শরীরী নড়াচড়া আর গতি কমিয়ে প্রতিপক্ষকে বোকা বানান। ড্রিবলের উদ্দেশ্যও আলাদা। প্রতিপক্ষকে ওদের ছক থেকে টেনে বের করে আনেন, যাতে সতীর্থের জন্য জায়গা খোলে। ডিপ-লায়িং সিক্স ডিঙোলে সেন্টারব্যাককে আগে এগিয়ে আসতে হয়, আর পাজের লক্ষ্যও থাকে সেটাই। এ কারণেই ফ্যাব্রেগাস তাঁকে ডান প্রান্ত থেকে সরিয়ে মাঝখানে এনেছেন যদিও স্বভাবে ভেতরে ঢুকে চমৎকার বাঁ পায়ে খেলা উইঙ্গার পাজ। কিন্তু কোচ বুঝেছিলেন, ১০ নম্বরে তাঁর প্রভাব বেশি হবে। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত সেপ্টেম্বর মাসে কোমো ৪-১ গোলে হারিয়েছিল লাইপজিগকে। লাইপজিগ খেলেছিল ম্যান টু ম্যান মার্কিংয়ে। পাজ সেটাকেই কাজে লাগিয়েছেন। মার্কারদের নিজের দিকে টেনে এনে নিজে সরে গিয়ে সতীর্থের জন্য জায়গা বানিয়েছেন। লাইপজিগ তাঁকে আটকে রাখতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর তৈরি করা ফাঁকা জায়গা দিয়ে বারবার আক্রমণে উঠেছে কোমো। ম্যাচে দুটি অ্যাসিস্টও করেন পাজ। আবার অক্টোবরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে ৪-১ গোলে হারানোর ম্যাচে তিনটি গোলে পাজের অবদান, যে ম্যাচে মিলেছে তাঁর ফুটবলবুদ্ধির পরিচয়। প্রথম গোলে মাঝমাঠ ও রক্ষণের মাঝের ফাঁকা জায়গায় ঢুকে মিডফিল্ডারদের নজর এড়ান। এরপর বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে দূরের পোস্টে বল পাঠান। পরের গোলে পাজই মূলত কারিগর। মাঝমাঠ ও রক্ষণের মাঝখানে জায়গা বানিয়ে বল পেয়ে দুর্দান্ত এক থ্রু পাস বাড়ান আনাস্তাসিওস দুভিকাসের উদ্দেশে। আর তৃতীয় গোলে দেখান তাঁর রক্ষণ দক্ষতাও। প্রতিপক্ষের আক্রমণ গড়ে ওঠার আগেই কার্লোস বালেবার পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে গোল করেন। ফ্যাব্রেগাসও পাজের এই গুণটির প্রশংসা করেছেন। ফরোয়ার্ড পাজকে তাই নিজের দলের সেরা তিন 'ডিফেন্ডারের' একজন হিসেবে উল্লেখ করেছেন!


সুচিকিৎসা
২৮ বর্ষ ● দ্বাদশ সংখ্যা ● ১ নভেম্বর ২০২৬
বিভিন্ন বাতের সমাধান
ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি
প্রযুক্তিগত দক্ষতায় হাঁটু প্রতিস্থাপন বর্তমানে অনেক বেশী সফল ও
নিরাপদ
"হার্